[illegible]-গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত

গদ্য পদ্য

বা

কবিতাপুস্তক

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যা

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

গদ্য পদ্য

বা

কবিতাপুস্তক

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ললিতা ও মানস ও ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'কবিতাপুস্তক' প্রথম মুদ্রিত

সম্পাদক ঃ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ— ভাদ্র, ১৩৪৬
দ্বিতীয় সংস্করণ— ফাল্গুন, ১৩৫৩
মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস
প্রবাসী প্রেস,
১২০।২ আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা
৭.২— ২৮।২।৪৭

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের গদ্য-বিভাগের সব্যসাচী বঙ্কিমচন্দ্র কবিতামার্গে সাধনার নিম্ন স্তর ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই; তাঁহার গদ্য যতখানি পূর্ণবিকশিত, তাঁহার পদ্য ঠিক ততখানিই অপরিস্ফুট। ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই, তাঁহার সাহিত্যজীবনের আদিপর্ব্বে গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আদর্শে 'সংবাদ প্রভাকরে' যে সাধনার সূত্রপাত হইয়াছিল, সতীর্থ দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারকানাথ অধিকারী প্রভৃতির সহিত "কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ" সত্ত্বেও তাহা খুব অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। কারণ, শুধু মিল বজায় রাখিয়া আদিরসাশ্রিত ছড়া কাটিবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে নাই; সমগ্র বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে যিনি অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে কাব্যরসাশ্রিত ও সর্ব্ববিধ প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন, সূত্রপাতেই যে তাঁহার পয়ার-ত্রিপদীর তরী বানচাল হইয়াছিল, ইহা আমাদের মঙ্গলের জন্যই ঘটিয়াছিল বলিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষম কবিতার জন্য ইহার অধিক ভূমিকার আবশ্যক নাই। উত্তরকালে 'বঙ্গদর্শনে', 'ভ্রমরে' ও 'প্রচারে' তিনি বাল্যলীলারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন—হঠাৎ কিছু অঘটন ঘটাইতে পারেন নাই।

ইতিহাসের দিক্ দিয়া এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' সম্ভবতঃ তাঁহার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়, তাঁহার বয়স তখন ১৪ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। ইহার পর ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 'সংবাদ প্রভাকরে'ই "রচনা-প্রতিযোগিতা" ও "কালেজীয় কবিতাযুদ্ধে"র অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম কাব্য পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে রচিত হয় এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' নামে কলিকাতার "শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসের অনুবাদ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত" হইয়া প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪১। ইহাই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ। ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র তথাকথিত কাব্যচর্চ্চা একরকম ছাড়িয়াই দেন। উপন্যাসের মাঝে মাঝে তিনি দুই একটি ছড়া অথবা সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, অথবা 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতির পৃষ্ঠা পূরণের জন্য কচিৎ কখনও দুই একটি গাথা অথবা ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা লিখিয়াছেন—পরবর্ত্তী কালে ছন্দোবদ্ধ কাব্যসরস্বতীর সহিত তাঁহার ইহার অধিক সম্পর্ক ছিল না। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালের কাব্যসাধনা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে চান, তাঁহাদিগকে সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত আমাদের সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্রের "বিবিধ" খণ্ড পড়িয়া দেখিতে বলি।

"বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনা" অধ্যায়ে ও শচীশচন্দ্রের 'বঙ্কিম-জীবনী'তে বঙ্কিমচন্দ্রের সে যুগের কাব্যসাধনার যতটুকু নিদর্শন পাওয়া যায়, সমুদয়ই উদ্ধৃত হইয়াছে।

কাব্যরচনায় স্বীয় অক্ষমতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। প্রথম সংস্করণের ('কবিতাপুস্তক'—১৮৭৮) "বিজ্ঞাপনে" কবিতাগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রণের যে কৈফিয়ৎ তিনি দিয়াছেন, তাহা পাঠে বুঝা যায় যে, নিজের এই রচনাগুলি সম্বন্ধে তাঁহার কোনও মোহ ছিল না।

'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানসে'র (১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) "বিজ্ঞাপন"টির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কিশোর বয়সের গদ্য রচনার নমুনাস্বরূপ এটিকে দাখিল করা চলে। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

বিজ্ঞাপন।

স্বকাব্যালোচক মাত্রেরই অত্র কবিতা দ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্ত্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর সুত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয়মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্য দ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্ত্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবায় তাঁহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বকর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনা জনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন।

গ্রন্থকার।

পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবার সময় 'বঙ্গদর্শন', 'ভ্রমর' ও 'প্রচারে' প্রকাশিত রচনাগুলির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। পাঠকদের সুবিধার জন্য পরপৃষ্ঠায় বিভিন্ন রচনার প্রকাশকাল পৃষ্ঠাসংখ্যা সহ দেওয়া হইল।

ভূমিকা

বঙ্গদর্শন

সংযুক্তা	—চৈত্র	১২৮৪, পৃ. ৫২৯ ৫৩৩
আকাঙ্ক্ষা	—জ্যৈষ্ঠ	১২৭৯, পৃ. ৭৯-৮০
অধঃপতন সঙ্গীত	—অগ্রহায়ণ	১২৮১, পৃ. ৩৮১-৩৮৪
সাবিত্রী	—অগ্রহায়ণ	১২৭৯, পৃ. ৩৭১-৩৭৩
আদর	—বৈশাখ	১২৮০, পৃ. ৪৬
বায়ু	—কার্ত্তিক	১২৭৯, পৃ. ৩২৮ ৩৩০
আকবর শাহের খোষ রোজ	—বৈশাখ	১২৮৫, পৃ. ১১-১৬
মন এবং সুখ	—কার্ত্তিক	১২৮০, পৃ ৩২৯ ৩৩০
ভাই ভাই	—চৈত্র	১২৮১, পৃ. ৫৬১-৫৬৩
দুর্গোৎসব	—ভাদ্র	১২৮৫, পৃ. ২০২-২০৯
মেঘ	—ভাদ্র	১২৮০, পৃ. ২৩৩-২৩৫
খদ্যোত	—জ্যৈষ্ঠ	১২৮৪, পৃ. ৯২-৯৪

প্রচার

পুষ্পনাটক	—শ্রাবণ	১২৯২, পৃ. ৩৫-৪০
রাজার উপর রাজা	—বৈশাখ	১২৯২, পৃ. ৩৫৯-৩৬০

ভ্রমর

জলে ফুল	—বৈশাখ	১২৮১, পৃ. ২৮-২৯
বৃষ্টি	—আষাঢ়	১২৮১, পৃ. ৬১-৬৩

'গদ্য পদ্যে'র অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি ছাড়া 'বঙ্গদর্শনে' (ফাল্গুন ১২৭৯, পৃ. ৫২১) তাঁহার অন্ততঃ আর একটি কবিতা "বিরহিণীর দশ দশা" প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা যে কারণেই হউক, পুস্তকে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কবিতাটি "বিবিধ" খণ্ডে (২য় সংস্করণ) মুদ্রিত হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে 'কবিতাপুস্তকে'র মাত্র দুইটি সংস্করণ হইয়াছিল, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সংস্করণ "কাঁটালপাড়া। বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত" হয়; দ্বিতীয় সংস্করণ 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক' নামে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে "Hare Press : Calcutta" হইতে প্রকাশিত হয়।

সূচী

বিজ্ঞাপন

যে কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা, এই কবিতাপুস্তকে সন্নিবেশিত হইল, প্রায় সকলগুলিই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। একটি—"জলে ফুল" ভ্রমরে প্রকাশিত হয়। বাল্যরচনা দুটি কবিতা, বাল্যকালেই পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে কিছু অভাব থাকুক, গীতিকাব্যের অভাব নাই। বিদ্যাপতির সময় হইতে আজি পর্য্যন্ত, বাঙ্গালী কবিরা গীতিকাব্যের বৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন। এমন সময়ে এই কয়খানি সামান্য গীতিকাব্য পুনর্মুদ্রিত করিয়া বোধ হয় জনসাধারণের কেবল বিরক্তিই জন্মাইতেছি। এ মহাসমুদ্রে শিশিরবিন্দুনিষেকের প্রয়োজন ছিল না। আমারও ইচ্ছা ছিল না। ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই এত দিন এ সকল পুনর্মুদ্রিত করি নাই।

তবে কেন এখন এ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম? একদা বঙ্গদর্শন আপিসে এক পত্র আসিল—তাহাতে কোন মহাত্মা লিখিতেছেন যে, বঙ্গদর্শনে যে সকল কবিতা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। তিনি সেই সকল পুনর্মুদ্রিত করিতে চাহেন। অন্যে মনে করিবেন যে, রহস্য মন্দ নহে। আমি ভাবিলাম, এই বেলা আপনার পথ দেখা ভাল, নহিলে কোন দিন কাহার হাতে মারা পড়িব। সেই জন্য পাঠককে এ যন্ত্রণা দিলাম। বিশেষ, যাহা প্রচারিত হইয়াছে, ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহার পুনঃপ্রচারে নূতন পাপ কিছুই নাই। অনেক প্রকার রচনা সাধারণসমীপস্থ করিয়া আমি অনেক অপরাধে অপরাধী হইয়াছি; শত অপরাধের যদি মার্জ্জনা হইয়া থাকে, তবে আর একটি অপরাধেরও মার্জ্জনা হইতে পারে।

কবিতাপুস্তকের ভিতর তিনটি গদ্য প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেন হইল, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব না। তবে, এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যেই লিখিতে হইবে, তাহা সঙ্গত কি না, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয়বিশেষে পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভাল। যে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে, কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য্য। নহিলে কেবল কবিনাম কিনিবার জন্য ছন্দ মিলাইতে বসা এক প্রকার সং সাজিতে বসা। কাব্যের গদ্যের উপযোগিতার উদাহরণ স্বরূপ তিনটি গদ্য কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত

করিলাম। অনেকে বলিবেন, এই গদ্যে কোন কবিত্ব নাই। সে কথায় আমার আপত্তি নাই। আমার উত্তর যে, এই গদ্য যেরূপ কবিত্বশূন্য, আমার পদ্যও তদ্রূপ। অতএব তুলনায় কোন ব্যাঘাত হইবে না।

অন্য কবিতাগুলি সম্বন্ধে যাহাই হউক, যে দুইটি বাল্যরচনা ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি, তাহার কোন মার্জ্জনা নাই। ঐ কবিতাদ্বয়ের কোন গুণ নাই। ইহা নীরস, দুরূহ, এবং বালকসুলভ অসার কথায় পরিপূর্ণ। যখন আমি কালেজের ছাত্র, তখন উহা প্রথম প্রচারিত হয়। পড়িয়া উহার দুরূহতা দেখিয়া, আমার একজন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন, "ওগুলি হিয়ালি।" অধ্যাপক মহাশয় অন্যায় কথা বলেন নাই। ঐ প্রথম সংস্করণ এখন আর পাওয়া যায় না—অনেক কাপি আমি স্বয়ং নষ্ট করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার অনেকগুলি বন্ধু, আমার প্রতি স্নেহবশতঃ ঐ বাল্যরচনা দেখিতে কৌতূহলী। তাঁহাদিগের তৃপ্ত্যর্থই এই দুইটি কবিতা পুনর্মুদ্রিত হইল।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

বাঙ্গালা কবিতা পুনর্মুদ্রিত করিবার জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চাহিতে হয়। তবে সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকে অনেক অপরাধ করিতেছেন, সে সকল পাঠক যদি ক্ষমা করেন, আমার এ অপরাধও ক্ষমা করিবেন।

ক্ষমার একটু কারণ এই আছে যে, এবার একটি গদ্য প্রবন্ধ নূতন দেওয়া গেল। "পুষ্পনাটক" প্রথম "প্রচারে" প্রকাশিত হইয়াছিল, এই প্রথম পুনর্মুদ্রিত হইল।

"দুর্গোৎসব" "বঙ্গদর্শন" হইতে, এবং "রাজার উপর রাজা" "প্রচার" হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল।

"কবিতাপুস্তক" অপেক্ষা "গদ্য পদ্য" নামটি এই সংগ্রহের উপযোগী, এই জন্য এইরূপ নামের কিছু পরিবর্ত্তন করা গেল।

পুষ্পনাটক

যূথিকা। এসো, এসো, প্রাণনাথ এসো; আমার হৃদয়ের ভিতর এসো; আমার হৃদয় ভরিয়া যাউক। কত কাল ধরিয়া তোমার আশায় উর্দ্ধমুখী হইয়া বসিয়া আছি, তা কি তুমি জান না? আমি যখন কলিকা, তখন ঐ বৃহৎ আগুনের চাকা—ঐ ত্রিভুবনশুষ্ককর মহাপাপ, কোথায় আকাশের পূর্ব্বদিকে পড়িয়াছিল। তখন এমন বিশ্বপোড়ান মূর্ত্তিও ছিল না। তখন এর তেজের এত জ্বালাও ছিল না—হায়! সে কত কাল হইল! এখন দেখ, সেই মহাপাপ ক্রমে আকাশের মাঝখানে উঠিয়া, ব্রহ্মাণ্ড জ্বালাইয়া, ক্রমে পশ্চিমে হেলিয়া হেলিয়া, এখন বুঝি অনন্তে ডুবিয়া যায়! যাক্! দূর হৌক—তা তুমি এত কাল কোথা ছিলে প্রাণনাথ? তোমায় পেয়ে দেহ শীতল হইল, হৃদয় ভরিয়া গেল—ছি, মাটিতে পড়িও না! আমার বুকে তুমি আছ, তাতে সেই পোড়া তপন আর আমাকে না জ্বালাইয়া তোমাকে কেমন সাজাইতেছে! সেই রৌদ্রবিম্বে তুমি কেমন রত্নভূষিত হইয়াছ। তোমার রূপে আমিও রূপসী হইয়াছি—থাক, থাক, হৃদয়-স্নিগ্ধকর!—আমার হৃদয়ে থাক, মাটিতে পড়িও না।

টগর। (জনান্তিকে কৃষ্ণকলির প্রতি) দেখ্ ভাই কৃষ্ণকলি,—মেয়েটার রকম দেখ্!

কৃষ্ণকলি। কোন্ মেয়েটার?

টগর। ঐ যুঁইটা। এত কাল মুখ বুজে, ঘাড় হেঁট ক'রে, যেন দোকানের মুড়ির মত পড়িয়া ছিল—তার পর আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা, নবাবের বেটা নবাব, বাতাসের ঘোড়ায় চ'ড়ে একেবারে মেয়েটার ঘাড়ের উপর এসে পড়িল। অমনি মেয়েটা হেসে, ফুটে, একেবারে আটখানা! আঃ, তোর ছেলে বয়স! ছেলেমানুষের রকমই এক স্বতন্ত্র।

কৃষ্ণকলি। আ ছি! ছি!

টগর। তা দিদি! আমরা কি আর ফুটতে জানিনে? তা, সংসারধর্ম্ম করিতে গেলে দিনেও ফুটতে হয়, দুপুরেও ফুটতে হয়, গরমেও ফুটতে হয়, ঠাণ্ডাতেও ফুটতে হয়, না ফুটলে চলবে কেন বহিন? আমাদেরই কি বয়স নেই? তা, ও সব অহঙ্কার ঠেকার আমরা ভালবাসি না।

কৃষ্ণকলি। সেই কথাই ত বলি।

যুঁই। তা এত কাল কোথা ছিলে প্রাণনাথ! জান না কি যে, তুমি বিনা আমি জীবন ধারণ করিতে পারি না?

বৃষ্টিবিন্দু। দুঃখ করিও না, প্রাণাধিকে! আসিব আসিব অনেক কাল ধরিয়া মনে করিতেছি, কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই। কি জান, আকাশ হইতে পৃথিবীতে আসা, ইহাতে অনেক বিঘ্ন। একা আসা যায় না, দলবল যুটিয়া আসিতে হয়, সকলের সব সময় মেজাজ মরজি সমান থাকে না। কেহ বাষ্পরূপ ভাল বাসেন, আপনাকে বড় লোক মনে করিয়া আকাশের উচ্চ স্তরে অদৃশ্য হইয়া থাকিতে ভাল বাসেন; কেহ বলেন, একটু ঠাণ্ডা পড়ুক, বায়ুর নিম্ন স্তর বড় গরম, এখন গেলে শুকাইয়া উঠিব; কেহ বলেন, পৃথিবীতে নামা, ও অধঃপতন, অধঃপাতে কেন যাইব? কেহ বলেন, আর মাটিতে গিয়া কাজ নাই, আকাশে কালামুখো মেঘ হ'য়ে চিরকাল থাকি, সেও ভাল; কেহ বলেন, মাটিতে গিয়া কাজ নাই, আবার সেই চিরকেলে নদী নালা বিল খাল বেয়ে সেই লোণা সমুদ্রটায় পড়িতে হইবে, তার চেয়ে এসো, এই উজ্জ্বল রৌদ্রে গিয়া খেলা করি, সবাই মিলে রামধনু হইয়া সাজি, বাহার দেখিয়া ভূচর খেচর মোহিত হইবে। তা সব যদি মিলিয়া মিশিয়া আকাশে যোটপাট হওয়া গেল, তবু জ্ঞাতিবর্গের গোলযোগ মিটে না। কেহ বলেন, এখন থাক্; এখন এসো, কালিমাময়ী কালী করালী কাদম্বিনী সাজিয়া, বিদ্যুতের মালা গলায় দিয়া, আমরা এইখানে বসিয়া বাহার দিই। কেহ বলে, অত তাড়াতাড়ি কেন? আমরা জলবংশ, ভূলোক উদ্ধার করিতে যাইব, অমনি কি চুপি চুপি যাওয়া হয়?—এসো, খানিক ডাক হাঁক করি। কেহ ডাক হাঁক করে, কেহ বিদ্যুতের খেলা দেখে—মাগী নানা রঙ্গে রঙ্গিণী—কখন এ মেঘের কোলে, কখন ও মেঘের কোলে, কখন আকাশপ্রান্তে, কখন আকাশমধ্যে, কখনও মিটি মিটি, কখনও চিকি চাকি—

যুঁই। তা তোমার যদি সেই বিদ্যুতেই এত মন মজেছে, ত এলে কেন? সে হ'লো বড়, আমরা হলেম ক্ষুদ্র।

বৃষ্টিবিন্দু। আ ছি! ছি! রাগ কেন? আমি কি সেই রকম? দেখ, ছেলে ছোকরা হাল্‌কা যারা, তারা কেহই আসিল না, আমরা জন কত ভারি লোক, থাকিতে পারিলাম না, নামিয়া আসিলাম। বিশেষ তোমাদের সঙ্গে অনেক দিন দেখা শুনা হয় নাই।

পদ্ম। (পুকুর হইতে) উঃ, বেটা কি ভারি রে! আয় না, তোদের মত দু লাখ্ দশ লাখ্ আয় না—আমার একটা পাতায় বসাইয়া রাখি।

বৃষ্টিবিন্দু। বাছা, আসল কথাটা ভুলে গেলে? পুকুর পুরায় কে? হে পঙ্কজে, বৃষ্টি নহিলে জগতে পাঁকও থাকিত না, জলও থাকিত না, তুমি ভাসিতেও পাইতে না, হাসিতেও পাইতে না। হে জলজে, তুমি আমাদের ঘরের মেয়ে, তাই আমরা তোমাকে বুকে করিয়া পালন করি,—নহিলে তোমার এ রূপও থাকিত না, এ সুবাসও থাকিত না, এ

গর্ব্বও থাকিত না। পাপীয়সি! জানিস্ না—তুই তোর পিতৃকুলবৈরি সেই অগ্নিপিণ্ডটার অনুরাগিণী!

যুঁই। ছি! প্রাণাধিক! ও মাগীটার সঙ্গে কি অত কথা কহিতে আছে! ওটা সকাল থেকে মুখ খুলিয়া সেই অগ্নিময় নায়কের মুখপানে চাহিয়া থাকে, সেটা যে দিকে যায়, সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, এর মধ্যে কত বোলতা, ভোমরা, মৌমাছি আসে, তাতেও লজ্জা নাই। অমন বেহায়া জলেভাসা, ভোমরা মৌমাছির আশা, কাঁটার বাসার সঙ্গে কথা কহিতে আছে কি?

কৃষ্ণকলি। বলি, ও যুঁই, ভোমরা মৌমাছির কথাটা ঘরে ঘরে নয় কি?

যুঁই। আপনাদের ঘরের কথা কও দিদি, আমি ত এই ফুটিলাম। ভোমরা মৌমাছির জ্বালা ত এখনও কিছু জানি না।

বৃষ্টিবিন্দু। তুমিই বা কেন বাজে লোকের সঙ্গে কথা কও! যারা আপনারা কলঙ্কিনী, তারা কি তোমার মত অমল ধবল শোভা, এমন সৌরভ দেখিয়া সহ্য করিতে পারে?

পদ্ম। ভাল রে ক্ষুদে! ভাল! খুব বক্তৃতা কর্‌চিস্! ঐ দেখ, বাতাস আসচে!

যুঁই। সর্ব্বনাশ! কি বলে যে!

বৃষ্টিবিন্দু। তাই ত! আমার আর থাকা হইল না।

যুঁই। থাক না!

বৃষ্টিবিন্দু। থাকিতে পারিব না। বাতাস আমাকে ঝরাইয়া দিবে।—আমি উহার বলে পারি না।

যুঁই। আর একটু থাক না।

[বাতাসের প্রবেশ]

বাতাস। (বৃষ্টিবিন্দুর প্রতি) নাম্।

বৃষ্টিবিন্দু। কেন মহাশয়!

বাতাস। আমি এই অমল কমল সুশীতল সুবাসিত ফুল্লকলিকা লইয়া ক্রীড়া করিব! তুই বেটা অধঃপতিত, নীচগামী, নীচবংশ—তুই এই সুখের আসনে বসিয়া থাকিবি! নাম্!

বৃষ্টিবিন্দু। আমি আকাশ থেকে এয়েছি।

বাতাস। তুই বেটা পার্থিবযোনি—নীচগামী—খালে বিলে খানায় ডোবায় থাকিস—তুই এ আসনে? নাম্।

বৃষ্টিবিন্দু। যূথিকে ! আমি তবে যাই ?

যুঁই। থাক না।

বৃষ্টিবিন্দু। থাকিতে দেয় না যে।

যুঁই। থাক না—থাক না—থাক না।

বাতাস। তুই অত ঘাড় নাড়িস কেন ?

যুঁই। তুমি সর।

বাতাস। আমি তোমাকে ধরি, সুন্দরি !

[যূথিকার সরিয়া সরিয়া পলায়নের চেষ্টা]

বৃষ্টিবিন্দু। এত গোলযোগে আর থাকিতে পারি না।

যুঁই। তবে আমার যা কিছু আছে, তোমাকে দিই, ধুইয়া লইয়া যাও।

বৃষ্টিবিন্দু। কি আছে ?

যুঁই। একটু সঞ্চিত মধু—আর একটু পরিমল।

বাতাস। পরিমল আমি নিব—সেই লোভেই আমি এসেছি। দে—

[বায়ুকৃত পুষ্প প্রতি বল প্রয়োগ]

যুঁই। (বৃষ্টিবিন্দুর প্রতি) তুমি যাও—দেখিতেছ না ডাকাত !

বৃষ্টিবিন্দু। তোমাকে ছাড়িয়া যাই কি প্রকারে ! যে তাড়া দিতেছে, থাকিতেও পারি না—যাই—যাই—

[বৃষ্টিবিন্দুর ভূপতন]

টগর ও কৃষ্ণকলি। এখন, কেমন স্বর্গবাসী ! আকাশ থেকে নেমে এয়েচ না ? এখন মাটিতে শোষ, নরদমায় পশ, খালে বিলে ভাস--

যুঁই। (বাতাসের প্রতি) ছাড় ! ছাড় !

বাতাস। কেন ছাড়িব ? দে পরিমল দে !

যুঁই। হায় ! কোথা গেলে তুমি অমল, কোমল, স্বচ্ছ, সুন্দর, সূর্য্যপ্রতিভাত, রসময়, জলকণা ! এ হৃদয় স্নেহে ভরিয়া আবার শূন্য করিলে কেন জলকণা ! একবার রূপ দেখাইয়া, স্নিগ্ধ করিয়া, কোথায় মিশিলে, কোথায় শুষিলে প্রাণাধিক ! হায়, আমি কেন তোমার সঙ্গে গেলেম না, কেন তোমার সঙ্গে মরিলাম না ! কেন অনাথ, অস্নিগ্ধ পুষ্পদেহ লইয়া এ শূন্য প্রদেশে রহিলাম—

বাতাস। নে, কান্না রাখ—পরিমল দে—

যুঁই। ছাড় ; নহিলে যে পথে আমার প্রিয় গিয়াছে, আমিও সেই পথে যাইব।

বাতাস। যাস্ যাবি, পরিমল দে।—হুঁ হুম্!

যুঁই। আমি মরিব।—মরি—তবে চলিলাম।

বাতাস। হুঁ হুম্!

[ইতি যুথিকার বৃন্তচ্যুতি ও ভূপতন]

বাতাস। হুঃ! হায়! হায়!

যবনিকা পতন

EPILOGUE

প্রথম শ্রোতা। নাটককার মহাশয়! এ কি ছাই হইল?

দ্বিতীয় ঐ। তাই ত, একটা যুঁই ফুল নায়িকা, আর এক ফোঁটা জল নায়ক। বড় ত Drama!

তৃতীয় ঐ। হতে পারে, কোন Moral আছে। নীতিকথা মাত্র।

চতুর্থ ঐ। না হে—এক রকম Tragedy.

পঞ্চম ঐ। Tragedy, না একটা Farce?

ষষ্ঠ ঐ। Farce না—Satire—কাহাকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করা হইয়াছে।

সপ্তম ঐ। তাহা নহে। ইহার গূঢ় অর্থ আছে। ইহা পরমার্থবিষয়ক কাব্য বলিয়া আমার বোধ হয়। "বাসনা" বা "তৃষ্ণা" নাম দিলেই ইহার ঠিক নাম হইত। বোধ হয়, গ্রন্থকার ভতটা ফুটিতে চান না।

অষ্টম ঐ। এ একটা রূপক বটে। আমি অর্থ করিব?

প্রথম ঐ। আচ্ছা, গ্রন্থকারই বলুন না কি এটা।

গ্রন্থকার। ও সব কিছুই নহে। ইহার ইংরাজী Title দিব—

"A true and faithful account of a lamentable Tragedy which occurred in a flower-plot on the evening of the 19th July 1885, Sunday, and of which the writer was an eye-witness!"

সংযুক্তা*

১। স্বপ্ন

১

নিশীথে শুইয়া,　　রজত পালঙ্কে
পুষ্পগন্ধি শির,　　রাখি রামা অঙ্কে,
দেখিয়া স্বপন,　　শিহরে সশঙ্কে
　　মহিষীর কোলে, শিহরে রায়।
চমকি সুন্দরী　　নৃপে জাগাইল
বলে প্রাণনাথ,　　এ বা কি হইল,
লক্ষ যোধ রণে,　　যে না চমকিল
　　মহিষীর কোলে সে ভয় পায়!

২

উঠিয়ে নৃপতি　　কহে মৃদু বাণী
যে দেখিনু স্বপ্ন,　　শিহরে পরাণি,
স্বর্গীয়া জননী　　চৌহানের রাণী
　　বন্য হস্তী তাঁরে মারিতে ধায়।
ভয়ে ভীত প্রাণ　　রাজেন্দ্রঘরণী
আমার নিকটে　　আসিল অমনি
বলে পুত্র রাখ,　　মরিল জননী
　　বন্যহস্তি-শুণ্ডে প্রাণ বা যায়॥

৩

ধরি ভীম গদা　　মারি হস্তিতুণ্ডে,
না মানিল গদা,　　বাড়াইয়া শুণ্ডে,
জননীকে ধরি,　　উঠাইল মুণ্ডে;
　　পাড়িয়া ভূমেতে বধিল প্রাণ।

---

* পৃথ্বীরাজের মহিষী—কান্যকুব্জরাজার কন্যা। টডকৃত রাজস্থানের সংযুক্তার বৃত্তান্ত দেখ

কুস্বপন আজি দেখিলাম রাণি,
কি আছে বিপদ কপালে না জানি
মত্ত হস্তী আসি বধে রাজেন্দ্রাণী
আমি পুত্র নারি করিতে ত্রাণ

৪

শুনিয়াছি নাকি তুরস্কের দল
আসিতেছে হেথা, লঙ্ঘি হিমাচল
কি হইবে রণে, ভাবি অমঙ্গল,
বুঝি এ সামান্য স্বপন নয়
জননীরূপেতে বুঝি বা স্বদেশ,
বুঝি বা তুরস্ক মত্ত হস্তী বেশ,
বার বার বুঝি এইবার শেষ !
পৃথ্বীরাজ নাম বুঝি না রয়

৫

শুনি পতিবাণী যুড়ি দুই পাণি
জয় জয় জয় ! বলে রাজরাণী
জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজে জয়—
জয় জয় জয় ! বলিল বামা।
কার সাধ্য তোমা করে পরাভব
ইন্দ্র চন্দ্র যম বরুণ বাসব !
কোথাকার ছার তুরস্ক পহ্লব
জয় পৃথ্বীরাজ প্রথিতনামা ॥

৬

আসে আসুক না পাঠান পামর,
আসে আসুক না আরবি বানর,

আসে আসুক না   নর বা অমর।
কার সাধ্য তব শকতি সয়?
পৃথ্বীরাজ সেনা   অনন্ত মণ্ডল
পৃথ্বীরাজভুজে   অবিজিত বল
অক্ষয় ও শিরে   কিরীট কুণ্ডল
জয় জয় পৃথ্বীরাজের জয়॥

৭

এত বলি বামা   দিল করতালি
দিল করতালি   গৌরবে উছলি,
ভূষণে শিঞ্জিনী,   নয়নে বিজলি
দেখিয়া হাসিল ভারতপতি।
সহসা কঙ্কণে   লাগিল কঙ্কণ,
আঘাতে ভাঙ্গিয়া   খসিল ভূষণ,
নাচিয়া উঠিল   দক্ষিণ নয়ন,
কবি বলে তালি না দিও সতি

২। রণসজ্জা

১

রণসাজে সাজে   চৌহানের বল,
অশ্ব গজ রথ   পদাতির দল,
পতাকার রবে   পবন চঞ্চল,
বাজিল বাজনা—ভীষণ নাদ
ধূলিতে পূরিল   গগনমণ্ডল,
ধূলিতে পূরিল   যমুনার জল,
ধূলিতে পূরিল   অলক কুন্তল,
যথা কুলনারী গণে প্রমাদ॥

২

দেশ দেশ হতে এলো রাজগণ
স্থানেশ্বর পদে বধিতে যবন
সঙ্গে চতুরঙ্গ সেনা অগণন—
হর হর বলে যতেক বীর।
মদবার* হতে আইল সমর‡
আবু হতে এলো দুরন্ত প্রমর
আর্য্য বীরদল ডাকে হর! হর!
উছলে কাঁপিয়া কালিন্দী-নীর

৩

গ্রীবা বাঁকাইয়া চলিল তুরঙ্গ
শুণ্ড আছাড়িয়া চলিল মাতঙ্গ
ধনু আস্ফালিয়া— শুনিতে আতঙ্গ—
দলে দলে দলে পদাতি চলে।
বসি বাতায়নে কনৌজনন্দিনী
দেখিলা অদূরে চলিছে বাহিনী
ভারত ভরসা, ধরম রক্ষিণী—
ভাসিলা সুন্দরী নয়নজলে॥

৪

সহসা পশ্চাতে দেখিল স্বামীরে,
মুছিলা অঞ্চলে নয়নের নীরে,
যুড়ি দুই কর বলে "হেন বীরে
রণসাজে আমি সাজাব আজ।"
পরাইল ধনী কবচকুণ্ডল
মুকুতার দাম বক্ষে ঝলমল
ঝলসিল রত্ন কিরীট মণ্ডল
ধনু হস্তে হাসে রাজেন্দ্ররাজ॥

* মেবার। ‡ সমর সিংহ।

৫

সাজাইয়া নাথে যোড় করি পাণি
ভারতের রাণী কহে মৃদু বাণী
"সুখী প্রাণেশ্বর তোমায় বাখানি
এ বাহিনীপতি চলিলা রণে।
লক্ষ যোধ প্রভু তব আজ্ঞাকারী,
এ রণসাগরে তুমি হে কাণ্ডারী
মথিবে সে সিন্ধু নিয়ত প্রহারি
সেনার তরঙ্গ তরঙ্গসনে॥

৬

আমি অভাগিনী জনমি কামিনী
অবরোধে আজি রহিনু বন্দিনী
না হতে পেলাম তোমার সঙ্গিনী,
অর্দ্ধাঙ্গ হইয়া রহিনু পাছে।
যবে পশি তুমি সমর-সাগরে
খেদাইবে দূরে ঘোরির বানরে
না পাব দেখিতে, দেখিবে ত পরে,
তব বীরপনা! না রব কাছে॥

৭

সাধ প্রাণনাথ সাধ নিজ কাজ
তুমি পৃথ্বীপতি মহা মহারাজ
হানি শত্রুশিরে বাসবের বাজ
ভারতের বীর আইস ফিরে।
নহে যদি শম্ভু হয়েন নির্দ্দয়
যদি হয় রণে পাঠানের জয়
না আসিও ফিরে,—দেহ যেন বয়
রণক্ষেত্রে ভাসি শত্রুরুধিরে॥

৮

কত সুখ প্রভু, ভুঞ্জিলে জীবনে !
কি সাধ বা বাকি এ তিন ভুবনে ?
নয় গেল প্রাণ, ধর্ম্মের কারণে ?
চিরদিন রহে জীবন কার ?
যুগে যুগে নাথ ঘোষিবে সে যশ
গৌরবে পূরিত হবে দিক্ দশ
এ কান্ত শরীর এ নব বয়স
স্বর্গ গিয়ে প্রভু পাবে আবার

৯

করিলাম পণ শুন হে রাজন
নাশিয়া ঘোরীরে, জিনি এই রণ
নাহি যতক্ষণ কর আগমন,
না খাব কিছু, না করিব পান
জয় জয় বীর জয় পৃথ্বীরাজ,
লভ পূর্ণ জয় সমরেতে আজ
যুগে যুগে প্রভু ঘোষিবে এ কাজ
হর হর শম্ভো কর কল্যাণ ॥

১০

হর হর হর ! বম্ বম্ কালী !
বম্ বম্ বলি রাজার দুলালি,
করতালি দিল— দিল করতালি
রাজরাজপতি ফুল্ল হৃদয়
ডাকে বামা জয় জয় পৃথ্বীরাজ
জয় জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজ—
জয় জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজ
কর, দুর্গে, পৃথ্বীরাজের জয় ॥

১১

প্রসারিয়া রাজ মহা ভুজদ্বয়ে,
কমনীয় বপু, ধরিল হৃদয়ে,
পড়ে অশ্রুধারা চারি গণ্ড বয়ে,
চুম্বিল সুবাহু চন্দ্রবদনে।
স্মরি ইষ্টদেবে বাহিরিল বীর,
মহাগজপৃষ্ঠে শোভিল শরীর
মহিষীর চক্ষে বহে ঘন নীর !
কে জানে এতই জল নয়নে !

১২

লুটাইয়া পড়ি ধরণীর তলে
তবু চন্দ্রাননী জয় জয় বলে
জয় জয় বলে— নয়নের জলে
জয় জয় কথা না পায় ঠাঁই।
কবি বলে মাতা মিছে গাও জয়
কাঁদ যতক্ষণ দেহে প্রাণ রয়,
ও কান্না রহিবে এ ভারতময়
আজিও আমরা কাঁদি সবাই ॥

৩। চিতারোহণ

১

কত দিন রাত পড়ে রহে রাণী
না খাইল অন্ন না খাইল পানি
কি হইল রণে কিছুই না জানি,
মুখে বলে পৃথ্বীরাজের জয়।
হেন কালে দূত আসিল দিল্লীতে
রোদন উঠিল পল্লীতে পল্লীতে—
কেহ নারে কারে ফুটিয়া বলিতে,
হায় হায় শব্দ ! ফাটে হৃদয় ॥

২

মহারবে যেন সাগর উছলে
উঠিল রোদন ভারতমণ্ডলে
ভারতের রবি গেল অস্তাচলে
প্রাণ ত গেলই, গেল যে মান
আসিছে যবন সামাল সামাল !
আর যোদ্ধা নাই কে ধরিবে ঢাল ?
পৃথ্বীরাজ বীরে হরিয়াছে কাল,
এ ঘোর বিপদে কে করে ত্রাণ

৩

ভূমিশয্যা ত্যজি উঠে চন্দ্রাননী,
সখীজনে ডাকি বলিল তখনি,
সম্মুখ সমরে বীরশিরোমণি
গিয়াছে চলিয়া অনন্ত স্বর্গে।
আমিও যাইব সেই স্বর্গপুরে,
বৈকুণ্ঠেতে গিয়া পূজিব প্রভুরে,
পুরাও রে সাধ ; দুঃখ যাক দূরে
সাজা মোর চিতা সজনীবর্গে ॥

৪

যে বীর পড়িল সম্মুখ সমরে
অনন্ত মহিমা তার চরাচরে
সে নহে বিজিত ; অপ্সরে কিন্নরে,
গায়িছে তাহার অনন্ত জয়।
বল সখি সবে জয় জয় বল,
জয় জয় বলি চড়ি গিয়া চল
জ্বলন্ত চিতার প্রচণ্ড অনল,
বল জয় পৃথ্বীরাজের জয় ॥

৫

চন্দনের কাষ্ঠ এলো রাশি রাশি
কুসুমের হার যোগাইল দাসী
রতন ভূষণ কত পরে হাসি
বলে যাব আজি প্রভুর পাশে
আয় আয় সখি, চড়ি চিতানলে
কি হবে রহিয়ে ভারতমণ্ডলে ?
আয় আয় সখি যাইব সকলে
যথা প্রভু মোর বৈকুণ্ঠবাসে ॥

আরোহিলা চিতা কামিনীর দল
চন্দনের কাষ্ঠে জ্বলিল অনল
সুগন্ধে পূরিল গগনমণ্ডল—
মধুর মধুর সংযুক্তা হাসে ।
বলে সবে বল পৃথ্বীরাজ জয়
জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজ জয়
করি জয়ধ্বনি সঙ্গে সখীচয়
চলি গেলা সতী বৈকুণ্ঠবাসে ॥

৭

কবি বলে মাতা কি কাজ করিলে
সন্তানে ফেলিয়া নিজে পলাইলে,
এ চিতা অনল কেন বা জ্বালিলে,
ভারতের চিতা, পাঠান ডরে ।
সেই চিতানল, দেখিল সকলে
আর না নিবিল ভারতমণ্ডলে
দহিল ভারত তেমনি অনলে
শতাব্দী শতাব্দী শতাব্দী পরে ॥

আকাঙ্ক্ষা

(সুন্দরী

১

কেন না হইলি তুই, যমুনার জল,
রে প্রাণবল্লভ !
কিবা দিবা কিবা রাতি, কূলেতে আঁচল পাতি,
শুইতাম শুনিবারে, তোর মৃদুরব ॥
রে প্রাণবল্লভ !

২

কেন না হইলি তুই, যমুনাতরঙ্গ,
মোর শ্যামধন !
দিবারাতি জলে পশি, থাকিতাম কালো শশি,
করিবারে নিত্য তোর, নৃত্য দরশন ॥
ওহে শ্যামধন !

৩

কেন না হইলি তুই, মলয় পবন,
ওহে ব্রজরাজ !
আমার অঞ্চল ধরি, সতত খেলিতে হরি,
নিশ্বাসে যাইতে মোর, হৃদয়ের মাঝ ॥
ওহে ব্রজরাজ !

কেন না হইলি তুই, কাননকুসুম,
রাধাপ্রেমাধার ।
না ছুঁতেম অন্য ফুলে, বাঁধিতাম তোরে চুলে,
চিকণ গাঁথিয়া মালা, পরিতাম হার ॥
মোর প্রাণাধার !

৫

কেন না হইলে তুমি, চাঁদের কিরণ,
ওহে হৃষীকেশ !
বাতায়নে বিষাদিনী, বসিত যবে গোপিনী,
বাতায়নপথে তুমি, লভিতে প্রবেশ ॥
আমার প্রাণেশ !

৬

কেন না হইলে তুমি, চিকণ বসন,
পীতাম্বর হরি !
নীলবাস তেয়াগিয়ে, তোমারে পরি কালিয়ে,
রাখিতাম যত্ন করো্য হৃদয় উপরি ॥
পীতাম্বর হরি !

৭

কেন না হইলে শ্যাম, যেখানে যা আছে,
সংসারে সুন্দর।
ফিরাতেম আঁখি যথা, দেখিতে পেতেম তথা,
মনোহর এ সংসারে, রাধামনোহর।
শ্যামল সুন্দর !

(সুন্দর)

১

কেন না হইনু আমি, কপালের দোষে,
যমুনার জল।
লইয়া কম্ম কলসী, সে জল মাঝারে পশি,
হাসিয়া ফুটিত আসি, রাধিকা-কমল—
যৌবনেতে ঢল ঢল ॥

২

কেন না হইনু আমি, তোমার তরঙ্গ,
তপননন্দিনি !
রাধিকা আসিলে জলে, নাচিয়া হিল্লোল ছলে,
দোলাতাম দেহ তার, নবীন নলিনী—
যমুনাজলহংসিনী ॥

৩

কেন না হইনু আমি, তোর অনুরূপী,
মলয় পবন !
ভ্রমিতাম কুতূহলে, রাধার কুন্তল দলে,
কহিতাম কানে কানে, প্রণয় বচন—
সে আমার প্রাণধন ॥

৪

কেন না হইনু হায় ! কুসুমের দাম,
কণ্ঠের ভূষণ ।
এক নিশা স্বর্গ সুখে, বঞ্চিয়া রাধার বুকে,
ত্যজিতাম নিশি গেলে জীবন যাতন—
মেখে শ্রীঅঙ্গচন্দন ॥

৫

কেন না হইনু আমি, চন্দ্রকরলেখা,
রাধার বরণ ।
রাধার শরীরে থেকে, রাধারে ঢাকিয়ে রেখে,
ভুলাতাম রাধারূপে, অন্যজনমন—
পর ভুলান কেমন ?

৬

কেন না হইনু আমি চিকণ বসন,
দেহ আবরণ ।
তোমার অঙ্গেতে থেকে, অঙ্গের চন্দন মেখে,
অঞ্চল হইয়ে দুলে, ছুঁতেম চরণ,—
চুম্বি ও চাঁদবদন ॥

৭

কেন না হইনু আমি, যেখানে যা আছে,
সংসারে সুন্দর।
কে হতে না অভিলাষে, রাধা যাহা ভালবাসে,
কে মোহিতে নাহি চাহে, রাধার অন্তর—
প্রেম-সুখরত্নাকর?

অধঃপতন সঙ্গীত

১

বাগানে যাবি রে ভাই? চল সবে মিলে যাই,
যথা হর্ম্ম্য সুশোভন, সরোবরতীরে।
যথা ফুটে পাঁতি পাঁতি, গোলাব মল্লিকা জাঁতি,
বিগ্নোনিয়া লতা দোলে মৃদুল সমীরে॥
নারিকেল বৃক্ষরাজি, চাঁদের কিরণে সাজি,
নাচিছে দোলায়ে মাথা ঠমকে ঠমকে।
চন্দ্রকরলেখা তাহে, বিজলি চমকে॥

২

চল যথা কুঞ্জবনে, নাচিবে নাগরীগণে,
রাঙ্গা সাজ পেসোয়াজ, পরশিবে অঙ্গে।
তম্বুরা তবলা চাটি, আবেশে কাঁপিবে মাটি,
সারঙ্গ তরঙ্গ তুলি, সুর দিবে সঙ্গে॥
খিনি খিনি খিনি খিনি, ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনি
তাধ্রিম্ তাধ্রিম্ তেরে গাও না বাজনা!
চমকে চাহনি চারু, ঝলকে গহনা॥

৩

ঘরে আছে পদ্মমুখী কভু না করিল সুখী,
শুধু ভাল বাসা নিয়ে, কি হবে সংসারে।
নাহি জানে নৃত্যগীত, ইয়ার্কিতে নাহি চিত,
একা বসি ভাল বাসা ভাল লাগে কারে?

গৃহধর্ম্মে রাখে মন, হিত ভাবে অনুক্ষণ,
সে বিনা দুঃখের দিনে অন্য গতি নাই !
এ হেন সুখের দিনে, তারে নাহি চাই ॥

৪

আছে ধন গৃহপূর্ণ, যৌবন যাইবে তূর্ণ,
যদি না ভুঞ্জিনু সুখ, কি কাজ জীবনে ?
ঠুসে মদ্য লও সাতে, যেন না ফুরায় রাতে,
সুখের নিশান গাড় প্রমোদভবনে।
খাদ্য লও বাছা বাছা, দাড়ি দেখে লও চাচা,
চপ্ সুপ কারি কোর্ম্মা, করিবে বিচিত্র।
বাঙ্গালির দেহ রত্ন, ইহাতে করিও যত্ন,
সহস্র পাদুকা স্পর্শে, হয়েছে পবিত্র।
পেটে খায় পিঠে সয়, আমার চরিত্র ॥

৫

বন্দে মাতা সুরধুনি, কাগজে মহিমা শুনি
বোতলবাহিনি পুণ্যে একশ নন্দিনি !
করি ঢক ঢক নাদ, পূরাও ভকতসাধ,
লোহিতবরণি বামা, তারেতে বন্দিনি !
প্রণমামি মহানীরে, ছিপির কিরীটি শিরে,
উঠ শিরে ধীরে ধীরে যকৃৎজননি !
তোমার কৃপার জন্য, যেই পড়ে সেই ধন্য
শয্যায় পতিত রাখ, পতিতপাবনি !
বাক্স বাহনে চল, ডজন ডজনি ॥

৬

কি ছার সংসারে আছি, বিষয় অরণ্যে মাছি,
মিছা করি ভন্‌ভন্ চাকরি কাঁটালে।
মারে জুতা সই সুখে, লম্বা কথা বলি মুখে,
উচ্চ করি ঘুষ তুলি দেখিলে কাঙ্গালে ॥
শিখিয়াছি লেখা পড়া, ঠাণ্ডা দেখে হই কড়া,
কথা কই চড়া চড়া, ভিখারি ফকিরে।
দেখ ভাই রোখ কত, বাঙ্গালি শরীরে !

৭

পুর পাত্র মদ্য ঢালি, দাও সবে করতালি,
কেন তুমি দাও গালি, কি দোষ আমার ?
দেশের মঙ্গল চাও ? কিসে তার ক্রটি পাও ?
লেক্‌চরে কাগজে বলি, কর দেশোদ্ধার ॥
ইংরেজের নিন্দা করি, আইনের দোষ ধরি,
সম্বাদ পত্রিকা পড়ি, লিখি কভু তায়।
আর কি করিব বল স্বদেশের দায় ?

করেছি ডিউটির কাজ, বাজা ভাই পাখোয়াজ
কামিনি, গোলাপি সাজ, ভাসি আজ রঙ্গে।
গেলাস পূরে দে মদে, দে দে দে আরো আরো দে,
দে দে এরে দে ওরে দে, ছড়ি দে সারঙ্গে।
কোথায় ফুলের মালা, আইস্‌ দে না ? ভাল জ্বালা,
"বংশী বাজায় চিকণ কালা ?" সুর দাও সঙ্গে।
ইন্দ্র স্বর্গে খায় সুধা, স্বর্গ ছাড়া কি বসুধা ?
কত স্বর্গ বাঙ্গালায় মদের তরঙ্গে।
টলমল বসুন্ধরা ভবানী ভ্রূভঙ্গে ॥

৯

যে ভাবে দেহের হিত, না বুঝি তাহার চিত,
আত্মহিত ছেড়ে কেবা, পরহিতে চলে ?
না জানি দেশ বা কার ? দেশে কার উপকার ?
আমার কি লাভ বল, দেশ ভাল হলে ?
আপনার হিত করি, এত শক্তি নাহি ধরি,
দেশহিত করিব কি, একা ক্ষুদ্র প্রাণী।
ঢাল মদ ! তামাক দে ! লাও ব্রাণ্ডি পানি ॥

১০

মনুষ্যত্ব ? কাকে বলে ? স্পিচ দিই টৌনহলে,
লোকে আসে দলে দলে, শুনে পায় প্রীত।

নাটক নবেল কত, লিখিয়াছে শত শত,
এ কি নয় মনুষ্যত্ব ? নয় দেশহিত ?
ইংরেজি বাঙ্গালা ফেঁদে, পলিটিক্স লিখি কেঁদে,
পদ্য লিখি নানা ছাঁদে, বেচি সস্তা দরে ।
অশিষ্টে অথবা শিষ্টে, গালি দিই অষ্টে পৃষ্ঠে,
তবু বল দেশহিত কিছু নাহি করে ?
নিপাত যাউক দেশ ! দেখি বসে ঘরে ॥

১১

হাঁ ! চামেলি ফুলিচম্পা ! মধুর অধর কম্পা !
হাম্বীর কেদার ছায়ানট সুমধুর !
হুক্কা না তুরন্ত বোলে ! শের মে ফুল না ডোলে !
পিয়ালা ভর দে মুঝে ! রঙ্ ভরপুর !
সুপ্ চপ্ কটলেট, আন বাবা প্লেট প্লেট,
কুক্ বেটা ফাষ্টরেট, যত পার খাও !
মাথামুণ্ড পেটে দিয়ে, পড় বাপু জমি নিয়ে,
জনমি বাঙ্গালিকুলে, সুখ করো যাও ।
পতিতপাবনি সুরে, পতিতে তরাও ॥

১২

যাব ভাই অধঃপাতে, কে যাইবি আয় সাতে,
কি কাজ বাঙ্গালি নাম, রেখে ভূমণ্ডলে ?
লেখাপড়া ভস্ম ছাই, কে কবে শিখেছে ভাই
লইয়া বাঙ্গালি দেহ, এই বঙ্গস্থলে ?
হংসপুচ্ছ লয়ে করে, কেরাণির কাজ করে,
মুন্সেফ চাপরাশি আর ডিপুটী পিয়াদা ।
অথবা স্বাধীন হয়ে, ওকালতি পাশ লয়ে,
খোষামুদি জুয়াচুরি, শিখিছে জিয়াদা !
সার কথা বলি ভাই, বাঙ্গালিতে কাজ নাই,
কি কাজ সাধিব মোরা, এ সংসারে থাকি,

মনোবৃত্তি আছে যাহা, ইন্দ্রিয় সাগরে তাহা
বিসর্জ্জন করিয়াছি, কিবা আছে বাকি ?
কেন দেহভার বয়ে, যমে দাও ফাঁকি ?

১৩

ধর তবে গ্লাস আঁটি, জ্বলন্ত বিষের বাটি
শুন তবলার চাঁটি, বাজে খন্ খন্।
নাচে বিবি নানা ছন্দ, সুন্দর খামিরা গন্ধ,
গম্ভীর জীমূতমন্দ্র হুঁকার গর্জ্জন ॥
সেজে এসো সবে ভাই, চল অধঃপাতে যাই,
অধম বাঙ্গালি হতে, হবে কোন কাজ ?
ধরিতে মনুষ্যদেহ, নাহি করে লাজ ?

১৪

মর্কটের অবতার, রূপগুণ সব তার
বাঙ্গালির অধিকার, বাঙ্গালি ভূষণ !
হা ধরণি, কোন পাপে, কোন বিধাতার শাপে
হেন পুত্রগণ গর্ভে, করিলে ধারণ ?
বঙ্গদেশ ডুবাবারে, মেঘে কিম্বা পারাবারে,
ছিল না কি জলরাশি ? কে শোষিল নীরে ?
আপনা ধ্বংসিতে রাগে কতই শকতি লাগে ?
নাহি কি শকতি তত বাঙ্গালি শরীরে ?
কেন আর জ্বলে আলো বঙ্গের মন্দিরে ?

১৫

মরিবে না ? এসো তবে, উন্নতি সাধিয়া সবে,
লভি নাম পৃথিবীতে, পিতৃ সমতুল !
ছাড়ি দেহ খেলা ধুলা, ভাঙ বাদ্যভাণ্ডগুলা
মারি খেদাইয়া দাও, নর্ত্তকীর কুল।
মারিয়া লাঠির বাড়ি, বোতল ভাঙ্গহ পাড়ি,
বাগান ভাঙ্গিয়া ফেল পুকুরের তলে।

সুখ নামে দিয়ে ছাই, দুঃখ সার কর ভাই,
কভু না মুছিবে কেহ, নয়নের জল,
যত দিন বাঙ্গালিকে লোকে ছি ছি বলে ॥

——

সাবিত্রী

১

তমিস্রা রজনী ব্যাপিল ধরণী,
দেখি মনে মনে পরমাদ গণি,
বনে একাকিনী বসিলা রমণী
কোলেতে করিয়া স্বামীর দেহ।
আঁধার গগন ভুবন আঁধার,
অন্ধকার গিরি বিকট আকার,
দুর্গম কান্তার ঘোর অন্ধকার,
চলে না ফেরে না নড়ে না কেহ ॥

২

কে শুনেছে হেথা মানবের রব ?
কেবল গরজে হিংস্র পশু সব,
কখন খসিছে বৃক্ষের পল্লব,
কখন বসিছে পাখী শাখায়।
ভয়েতে সুন্দরী বনে একেশ্বরী,
কোলে আরও টানে পতিদেহ ধরি,
পরশে অধর অনুভব করি,
নীরবে কাঁদিয়া চুম্বিছে তায় ॥

৩

হেরে আচম্বিতে এ ঘোর সঙ্কটে,
ভয়ঙ্কর ছায়া আকাশের পটে,
ছিল যত তারা তাহার নিকটে
ক্রমে ম্লান হয়ে গেল নিবিয়া।

সে ছায়া পশিল কাননে,— অমনি,
পলায় শ্বাপদ উঠে পদধ্বনি,
বৃক্ষশাখা কত ভাঙ্গিল আপনি,
সতী ধরে শবে বুকে আঁটিয়া

৪

সহসা উজলি ঘোর বনস্থলী,
মহাগদাপ্রভা, যেন বা বিজলি,
দেখিলা সাবিত্রী যেন রত্নাবলী,
ভাসিল নিঝরে আলোক তার।
মহাগদা দেখি প্রণমিলা সতী,
জানিল কৃতান্ত পরলোকপতি,
এ ভীষণা ছায়া তাঁহারই মূরতি,
ভাগ্যে যাহা থাকে হবে এবার॥

গভীর নিস্বনে কহিলা শমন,
থর থর করি কাঁপিল গহন,
পর্ব্বতগহ্বরে ধ্বনিল বচন,
চমকিল পশু বিবর মাঝে।
"কেন একাকিনী মানবনন্দিনী,
শব লয়ে কোলে যাপিছ যামিনী,
ছাড়ি দেহ শবে ; তুমি ত অধীনী,
মম সঙ্গে তব বাদ কি সাজে॥

৬

"এ সংসারে কাল বিরামবিহীন,
নিয়মের রথে ফিরে রাত্রি দিন,
যাহারে পরশে সে মম অধীন,
স্থাবর জঙ্গম জীব সবাই।

সত্যবানে আসি কাল পরশিল,
লতে তারে মম কিঙ্কর আসিল,
সাধ্বী অঙ্গ ছুঁয়ে লইতে নারিল,
আপনি লইতে এসেছি তাই ॥"

৭

সব হলো বৃথা না শুনিল কথা,
না ছাড়ে সাবিত্রী শবের মমতা,
নারে পরশিতে সাধ্বী পতিব্রতা,
অধর্ম্মের ভয়ে ধর্ম্মের পতি ।
তখন কৃতান্ত কহে আর বার,
"অনিত্য জানিও এ ছার সংসার,
স্বামী পুত্র বন্ধু নহে কেহ কার,
আমার আলয়ে সবার গতি ॥

৮

"রত্নছত্র শিরে রত্নভূষা অঙ্গে,
রত্নাসনে বসি মহিষীর সঙ্গে,
ভাসে মহারাজা সুখের তরঙ্গে,
আঁধারিয়া রাজ্য লই তাহারে ।
বীরদর্প ভাঙ্গি লই মল্লবীরে,
রূপ নষ্ট করি লই রূপসীরে,
জ্ঞান লোপ করি গরাসি জ্ঞানীরে,
সুখ আছে শুধু মম আগারে ॥

৯

"অনিত্য সংসার পুণ্য কর সার,
কর নিজ কর্ম্ম নিয়ত যে যার,
দেহান্তে সবার হইবে বিচার,
দিই আমি সবে করমফল ।

যত দিন সতী তব আয়ু আছে,
করি পুণ্য কর্ম্ম এসো স্বামী পাছে—
অনন্ত যুগান্ত রবে কাছে কাছে,
ভুঞ্জিবে অনন্ত মহা মঙ্গল

১০

"অনন্ত বসন্তে তথা অনন্ত যৌবন,
অনন্ত প্রণয়ে তথা অনন্ত মিলন,
অনন্ত সৌন্দর্য্যে হয় অনন্ত দর্শন,
অনন্ত বাসনা, তৃপ্তি অনন্ত।
দম্পতি আছয়ে, নাহি বৈধব্য ঘটনা,
মিলন আছয়ে, নাহি বিচ্ছেদযন্ত্রণা,
প্রণয় আছয়ে, নাহি কলহ গঞ্জনা,
রূপ আছে, নাহি রিপু দুরন্ত॥

১১

"রবি তথা আলো করে, না করে দাহন,
নিশি স্নিগ্ধকরী, নহে তিমির কারণ,
মৃদু গন্ধবহ ভিন্ন নাহিক পবন,
কলা নাহি চাঁদে, নাহি কলঙ্ক।
নাহিক কণ্টক তথা কুসুম-রতনে,
নাহিক তরঙ্গ স্বচ্ছ কল্লোলিনীগণে,
নাহিক অশনি তথা সুবর্ণের ঘনে,
পঙ্কজ সরসে নাহিক পঙ্ক॥

১২

"নাহি তথা মায়াবশে বৃথায় রোদন,
নাহি তথা ভ্রান্তিবশে বৃথায় মনন,
নাহি তথা রিপুবশে বৃথায় যতন,
নাহি শ্রমলেশ, নাহি অলস।

ক্ষুধা তৃষ্ণা তন্দ্রা নিদ্রা শরীরে না রয়,
নারী তথা প্রণয়িনী বিলাসিনী নয়,
দেবের কৃপায় দিব্য জ্ঞানের উদয়,
দিব্য নেত্রে নিরখে দিক্ দশ ॥

১৩

"জগতে জগতে দেখে পরমাণুরাশি,
মিলিছে ভাঙ্গিছে পুনঃ ঘুরিতেছে আসি,
লক্ষ লক্ষ বিশ্ব গড়ি ফেলিছে বিনাশি,
অচিন্ত্য অনন্ত কালতরঙ্গে ।
দেখে লক্ষ কোটী ভানু অনন্ত গগনে,
বেড়ি তাহে কোটী কোটী ফিরে গ্রহগণে,
অনন্ত বর্ত্তন রব শুনিছে শ্রবণে,
মাতিছে চিত্ত সে গীতের সঙ্গে

১৪

"দেখে কর্ম্মক্ষেত্রে নর কত দলে দলে,
নিয়মের জালে বাঁধা ঘুরিছে সকলে,
ভ্রমে পিপীলিকা যেন নেমীর মণ্ডলে,
নির্দ্দিষ্ট দূরতা লঙ্ঘিতে নারে ।
ক্ষণকাল তরে সবে ভবে দেখা দিয়া,
জলে যেন জলবিম্ব যেতেছে মিশিয়া,
পুণ্যবলে পুণ্যধামে মিলেছে আসিয়া,
পুণ্যই সত্য অসত্য সংসারে ॥

১৫

"তাই বলি কন্যে, ছাড়ি দেহ মায়া,
ত্যজ বৃথা ক্ষোভ ; ত্যজ পতিকায়া,
ধর্ম্ম আচরণে হও তার জায়া,
গিয়া পুণ্যধাম ।

গৃহে যাও ত্যজি কানন বিশাল,
থাক যত দিন না পরশে কাল,
কালের পরশে মিটিবে জঞ্জাল,
সিদ্ধ হবে কাম ॥"

১৬

শুনি যমবাণী জোড় করি পাণি,
ছাড়ি দিয়া শবে, তুলি মুখখানি,
ডাকিছে সাবিত্রী ;—"কোথায় না জানি,
কোথা ওহে কাল।
দেখা দিয়া রাখ এ দাসীর প্রাণ,
কোথা গেলে পাব কালের সন্ধান,
পরশিয়ে কর এ সঙ্কটে ত্রাণ,
মিটাও জঞ্জাল ॥

১৭

"স্বামিপদ যদি সেবে থাকি আমি,
কায় মনে যদি পূজে থাকি স্বামী,
যদি থাকে বিশ্বে কেহ অন্তর্য্যামী,
রাখ মোর কথা।
সতীত্বে যদ্যপি থাকে পুণ্যফল,
সতীত্বে যদ্যপি থাকে কোন বল,
পরশি আমারে, দিয়ে পদে স্থল,
জুড়াও এ ব্যথা ॥"

১৮

নিয়মের রথ ঘোষিল ভীষণ,
আসি প্রবেশিল সে ভীম কানন,
পরশিল কাল সতীত্ব রতন,
সাবিত্রী সুন্দরী।

মহাগদা তবে চমকে তিমিরে,
শবপদরেণু তুলি লয়ে শিরে,
ত্যজে প্রাণ সতী অতি ধীরে ধীরে
পতি কোলে করি ॥

১৯

বরষিল পুষ্প অমরের দলে,
সুগন্ধি পবন বহিল ভূতলে,
তুলিল কৃতান্ত শরীরিযুগলে,
বিচিত্র বিমানে।
জনমিল তথা দিব্য তরুবর,
সুগন্ধি কুসুমে শোভে নিরন্তর,
বেড়িল তাহাতে লতা মনোহর,
সে বিজন স্থানে ॥

আদর

১

মরুভূমি মাঝে যেন, একই কুসুম,
পূর্ণিত সুবাসে।
বরষার রাত্রে যেন, একই নক্ষত্র,
আঁধার আকাশে ॥
নিদাঘ সন্তাপে যেন, একই সরসী,
বিশাল প্রান্তরে।
রতন শোভিত যেন, একই তরণী,
অনন্ত সাগরে।
তেমনি আমার তুমি, প্রিয়ে, সংসার-ভিতরে

২

চিরদরিদ্রের যেন, একই রতন,
অমূল্য, অতুল।
চিরবিরহীর যেন, দিনেক মিলন,
বিধি অনুকূল॥
চিরবিদেশীর যেন, একই বান্ধব,
স্বদেশ হইতে।
চিরবিধবার যেন, একই স্বপন,
পতির পীরিতে
তেমনি আমার তুমি, প্রাণাধিকে, এ মহীতে॥

৩

সুশীতল ছায়া তুমি, নিদাঘ সন্তাপে
রম্য বৃক্ষতলে।
শীতের আগুন তুমি, তুমি মোর ছত্র,
বরষার জলে॥
বসন্তের ফুল তুমি, তিরপিত আঁখি,
রূপের প্রকাশে।
শরতের চাঁদ তুমি, চাঁদবদনি লো,
আমার আকাশে।
কৌমুদীমধুর হাসি, দুখের তিমির নাশে॥

৪

অঙ্গের চন্দন তুমি, পাখার ব্যজন,
কুসুমের বাস।
নয়নের তারা তুমি, শ্রবণেতে শ্রুতি,
দেহের নিশ্বাস॥
মনের আনন্দ তুমি, নিদ্রার স্বপন,
জাগ্রতে বাসনা।
সংসারে সহায় তুমি, সংসার-বন্ধন,
বিপদে সান্ত্বনা।
তোমারি লাগিয়ে সই, ঘোর সংসার-যাতনা॥

বায়ু

১

জন্ম মম সূর্য্য-তেজে, আকাশ মণ্ডলে।
যথা ডাকে মেঘরাশি,
হাসিয়া বিকট হাসি,
বিজলি উজলে॥
কেবা মম সম বলে,
হুহুঙ্কার করি যবে, নামি রণস্থলে।
কানন ফেলি উপাড়ি,
গুঁড়াইয়া ফেলি বাড়ী,
হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পাড়ি,
অটল অচলে।
হাহাকার শব্দ তুলি এ সুখ অবনীতলে॥

২

পর্ব্বতশিখরে নাচি, বিষম তরসে,
মাতিয়া মেঘের সনে,
পিঠে করি বহি ঘনে,
সে ঘন বরষে।
হাসে দামিনী সে রসে।
মহাশব্দে ক্রীড়া করি, সাগর উরসে॥
মথিয়া অনন্ত জলে,
সফেন তরঙ্গদলে,
ভাঙ্গি তুলে নভস্তলে,
ব্যাপি দিগ্‌দশে।
শীকরে আঁধারি জগৎ, ভাসাই দেশ অলসে॥

৩

বসন্তে নবীন লতা, ফুল দোলে তায়।
যেন বায়ু সে বা নহি,
অতি মৃদু মৃদু বহি,
প্রবেশি তথায়॥

হেসে মরি যে লজ্জায়—
পুষ্পগন্ধ চুরি করি, মাখি নিজ গায় ॥
সরোবরে স্নান করি,
যাই যথায় সুন্দরী,
বসে বাতায়নোপরি,
গ্রীষ্মের জ্বালায় ॥
তাহার অলকা ধরি,
মুখ চুম্বি ঘর্ম্ম হরি,
অঞ্চল চঞ্চল করি,
স্নিগ্ধ করি কায় ॥
আমার সমান কেবা যুবতীমন ভুলায় ?

৪

বেণুখণ্ড মধ্যে থাকি, বাজাই বাঁশরী ।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে যাই আসি,
আমিই মোহন বাঁশী,
সুরের লহরী ॥
আর কার গুণে হরি,
ভুলাইত বৃন্দাবনে, বৃন্দাবনেশ্বরী ?
ঢল ঢল চল চল,
চঞ্চল যমুনা জল,
নিশীথ ফুলে উজল,
কানন বল্লরী,
তার মাঝে বাজিতাম বংশীনাদ রূপ ধরি

৫

জীবকণ্ঠে যাই আসি, আমি কণ্ঠস্বর !
আমি বাক্য, ভাষা আমি,
সাহিত্য বিজ্ঞান স্বামী,
মহীর ভিতর ॥

সিংহের কণ্ঠেতে আমিই হুঙ্কার
ঋষির কণ্ঠেতে আমিই ওঙ্কার,
গায়ককণ্ঠেতে আমিই ঝঙ্কার,
বিশ্ব-মনোহর ॥

আমিই রাগিণী আমি ছয় রাগ,
কামিনীর মুখে আমিই সোহাগ,
বালকের বাণী অমৃতের ভাগ,
মম রূপান্তর ॥

গুণ গুণ রবে ভ্রময়ে ভ্রমর,
কোকিল কুহরে বৃক্ষের উপর,
কলহংস নাদে সরসী ভিতর,
আমারি কিঙ্কর ॥

আমি হাসি আমি কান্না, স্বররূপে শাসি নর ॥

৬

কে বাচিত এ সংসারে, আমার বিহনে ?
আমি না থাকিলে ভুবনে ?
আমিই জীবের প্রাণ,
দেহে করি অধিষ্ঠান,
নিশ্বাস বহনে ।
উড়াই খগে গগনে ।*
দেশে দেশে লয়ে যাই, বহি যত ঘনে ।
আনিয়া সাগরনীরে,
ঢালে তারা গিরিশিরে,
সিক্ত করি পৃথিবীরে,
বেড়ায় গগনে ।
মম সম দোষে গুণে, দেখেছ কি কোন জনে ?

* Vide Reign of Law, by Duke of Argyll, Chap. VII. Flight of Birds.

৭

মহাবীর দেব অগ্নি জ্বালি সে অনলে।
আমিই জ্বালাই যাঁরে,
আমিই নিবাই তাঁরে,
আপনার বলে।
মহাবলে বলী আমি, মন্থন করি সাগর।
রসে সুরসিক আমি, কুসুমকুলনাগর॥
শিহরে পরশে মম কুলের কামিনী।
মজাইনু বাঁশী হয়ে, গোপের গোপিনী॥
বাক্যরূপে জ্ঞান আমি স্বররূপে গীত।
আমারি কৃপায় ব্যক্ত ভক্তি দম্ভ প্রীত॥
প্রাণবায়ুরূপে আমি রক্ষা করি জীবগণ।
হুহু হুহু! মম সম গুণবান্ আছে কোন জন?

আকবর শাহের খোষ রোজ

১

রাজপুরী মাঝে কি সুন্দর আজি
বসেছে বাজার, রসের ঠাট।
রমণীতে বেচে রমণীতে কিনে
লেগেছে রমণীরূপের হাট॥
বিশালা সে পুরী নবমীর চাঁদ,
লাখে লাখে দীপ উজলি জ্বলে।
দোকানে দোকানে কুলবালাগণে
খরিদ্দার ডাকে, হাসিয়া ছলে॥
ফুলের তোরণ, ফুল আবরণ
ফুলের স্তম্ভেতে ফুলের মালা।
ফুলের দোকান, ফুলের নিশান,
ফুলের বিছানা ফুলের ডালা॥

লহরে লহরে ছুটিছে গোলাব,
উঠিছে ফুয়ারা জ্বলিছে জল।
তাধিনি তাধিনি নাচিতেছে নটী,
গায়িছে মধুর গায়িকা দল॥

রাজপুরী মাঝে লেগেছে বাজার,
বড় গুলজার সরস ঠাট।
রমণীতে বেচে রমণীতে কিনে
লেগেছে রমণীরূপের হাট॥

কত বা সুন্দরী, রাজার দুলালী,
ওমরাহজায়া, আমীরজাদী।
নয়নেতে জ্বালা, অধরেতে হাসি,
অঙ্গেতে ভূষণ মধুর-নাদী॥

হীরা মতি চুণি বসন ভূষণ
কেহ বা বেচিছে কেনে বা কেউ।
কেহ বেচে কথা নয়ন ঠারিয়ে
কেহ কিনে হাসি রসের ঢেউ॥

কেহ বলে সখি এ রতন বেচি
হেন মহাজন এখানে কই?
সুপুরুষ পেলে আপনা বেচিয়ে
বিনামূলে কেনা হইয়া রই॥

কেহ বলে সখি পুরুষ দরিদ্র
কি দিয়ে কিনিবে রমণীমণি।
চারি কড়া দিয়ে পুরুষ কিনিয়ে
গৃহেতে বাঁধিয়ে রেখ লো ধনি॥

পিঞ্জরেতে পুরি, খেতে দিও ছোলা,
সোহাগ শিকলি বাঁধিও পায়।
অবোধ বিহঙ্গ পড়িবে আটক
তালি দিয়ে ধনি, নাচায়ো তায়॥

২

এক চন্দ্রাননী, মরাল-গামিনী,
সে রসের হাটে ভ্রমিছে একা।
কিছু নাহি বেচে কিছু নাহি কিনে,
কাহার(ও) সহিত না করে দেখা॥
প্রভাত-নক্ষত্র জিনিয়া রূপসী,
দিশাহারা যেন বাজারে ফিরে।
কাণ্ডারী বিহনে তরণী যেন বা
ভাসিয়া বেড়ায় সাগরনীরে॥
রাজার দুলালী রাজপুতবালা
চিতোরসম্ভবা কমলকলি।
পতির আদেশে আসিয়াছে হেথা,
সুখের বাজার দেখিবে বলি॥
দেখে শুনে বামা সুখী না হইল--
বলে ছি ছি এ কি লেগেছে ঠাট।
কুলনারীগণে, বিকাইতে লাজ
বসিয়াছে ফেঁদে রসের হাট!
ফিরে যাই ঘরে কি করিব একা
এ রঙ্গসাগরে সাঁতার দিয়ে?
এত বলি সতী ধীরি ধীরি ধীরি
নির্গমের দ্বারে গেল চলিয়ে॥
নির্গমের পথ অতি সে কুটিল,
পেঁচে পেঁচে ফিরে, না পায় দিশে।
হায় কি করিনু বলিয়ে কাঁদিল,
এখন বাহির হইব কিসে?
না জানি বাদশা কি কল করিল
ধরিতে পিঞ্জরে, কুলের নারী।
না পায় ফিরিতে নারে বাহিরিতে
নয়নকমলে বহিল বারি॥

৩

সহসা দেখিল সমুখে সুন্দরী
বিশাল উরস পুরুষ বীর।
রতনের মালা দুলিতেছে গলে
মাথায় রতন জ্বলিছে স্থির॥
যোড় করি কর, তারে বিনোদিনী
বলে মহাশয় কর গো ত্রাণ।
না পাই যে পথ পড়েছি বিপদে
দেখাইয়ে পথ, রাখ হে প্রাণ॥
বলে সে পুরুষ অমিয় বচনে
আহা মরি, হেন না দেখি রূপ।
এসো এসো ধনি আমার সঙ্গেতে
আমি আকব্বর—ভারত-ভূপ॥
সহস্র রমণী রাজার দুলালী
মম আজ্ঞাকারী, চরণ সেবে।
তোমা সমা রূপে নহে কোন জন,
তব আজ্ঞাকারী আমি হে এবে॥
চল চল ধনি আমার মন্দিরে
আজি খোষ রোজ সুখের দিন।
এ ভারত ভূমে কি আছে কামনা
বলিও আমারে, শোধিব ঋণ॥
এত বলি তবে রাজরাজপতি
বলে মোহিনীরে ধরিল করে।
যূথপতি বল সে ভুজবিটপে
টুটিল কঙ্কণ তাহার ভরে॥
শুকাল বামার বদন-নলিনী
ডাকে ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে দুর্গে।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি বাঁচাও জননি!
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে দুর্গে॥

ডাকে কালি কালি ভৈরবি করালি
কৌষিকি কপালি কর মা ত্রাণ।
অপর্ণে অম্বিকে চামুণ্ডে চণ্ডিকে
বিপদে বালিকে হারায় প্রাণ॥
মানুষের সাধ্য নহে গো জননি
এ ঘোব বিপদে রক্ষিতে লাজ।
সমর রঙ্গিণি অসুর-ঘাতিনি
এ অসুবে নাশি, বাঁচাও আজ॥

৪

বহুল পুণ্যেতে অনন্ত শূন্যেতে
দেখিল রমণী, জ্বলিছে আলো।
হাসিছে রূপসী নবীনা ষোড়শী
মৃগেন্দ্র বাহনে, মূরতি কালো॥
নরমুণ্ডমালা ঢুলিছে উরসে
বিজলি ঝলসে লোচন তিনে।
দেখা দিয়া মাতা দিতেছে অভয়
দেবতা সহায় সহায়হীনে॥
আকাশের পটে নগেন্দ্র-নন্দিনী
দেখিয়া যুবতী প্রফুল্ল মুখ।
হৃদি সরোবর পুলকে উছলে
সাহসে ভরিল, নারীর বুক॥
তুলিয়া মস্তক গ্রীবা হেলাইল
দাঁড়াইল ধনী ভীষণ রাগে।
নয়নে অনল অধরেতে ঘৃণা
বলিতে লাগিল নৃপের আগে॥
ছিছি ছিছি ছিছি তুমি হে সম্রাট্,
এই কি তোমার রাজধরম।
কুলবধূ ছলে গৃহেতে আনিয়া
বলে ধর তারে নাহি শরম॥

বহু রাজ্য তুমি বলেতে লুটিলে,
বহু বীর নাশি বলাও বীর।
বীরপণা আজি দেখাতে এসেছ
রমণীর চক্ষে বহায়ে নীর?
পরবাহুবলে পররাজ্য হর,
পরনারী হর করিয়ে চুরি।
আজি নারী হাতে হারাবে জীবন
ঘুচাইব যশ মারিয়ে ছুরি॥
জয়মল্ল বীরে ছলেতে বধিলে
ছলেতে লুটিলে চারু চিতোর।
নারীপদাঘাতে আজি ঘুচাইব
তব বীরপণা, ধরম চোর!
এত বলি বামা হাত ছাড়াইল
বলেতে ধরিল রাজার অসি।
কাড়িয়া লইয়া, অসি ঘুরাইয়া,
মারিতে তুলিল, নবরূপসী॥
ধন্য ধন্য বলি রাজা বাখানিল
এমন কখন দেখিনে নারী।
মানিতেছি ঘাট ধন্য সতী তুমি
রাখ তরবারি: মানিনু হারি॥

৫

হাসিয়া রূপসী নামাইল অসি,
বলে মহারাজ, এ বড় রস।
রমণীর রণে হারি মান তুমি
পৃথিবীপতির বাড়িল যশ॥
দুলায়ে কুণ্ডল, অধরে অঞ্চল,
হাসে খল খল, ঈষৎ হেলে।
বলে মহাবীর, এই বলে তুমি
রমণীরে বল করিতে এলে?

পৃথিবীতে যারে, তুমি দাও প্রাণ,
সেই প্রাণে বাঁচে, বলে হে সবে।
আজি পৃথ্বীনাথ আমার চরণে
প্রাণ ভিক্ষা লও, বাঁচিবে তবে॥
যোড়ো হাত ছুটো, দাঁতে কর কুটো
করহ শপথ ভারতপ্রভু।
শপথ করহ হিন্দুললনার
হেন অপমান না হবে কভু॥
তুমি না করিবে, রাজ্যেতে না দিবে
হইতে কখন এ হেন দোষ।
হিন্দুললনারে যে দিবে লাঞ্ছনা
তাহার উপরে করিবে রোষ॥

শপথ করিল, পরশিয়ে অসি,
নারী আজ্ঞামত ভারতপ্রভু।
আমার রাজ্যেতে হিন্দুললনার
হেন অপমান না হবে কভু॥
বলে শুন ধনি হইয়াছি প্রীত
দেখিয়া তোমার সাহস বল।
যাহা ইচ্ছা তব মাগি লও সতি,
পুরাব বাসনা, ছাড়িয়া ছল॥

এই তরবারি দিনু হে তোমারে
হীরক-খচিত ইহার কোষ।
বীরবালা তুমি তোমার সে যোগ্য
না রাখিও মনে আমার দোষ॥

আজি হতে তোমা ভগিনী বলিনু,
ভাই তব আমি ভাবিও মনে।
যা থাকে বাসনা মাগি লও বর
যা চাহিবে তাই দিব এখনে॥

তুষ্ট হয়ে সতী বলে ভাই তুমি
সম্প্রীত হইনু তোমার ভাষে।
ভিক্ষা যদি দিবা দেখাইয়া দাও
নির্গমের পথ, যাইব বাসে ॥
দেখাইল পথ, আপনি রাজন্
বাহিরিল সতী, সে পুরী হতে।
সবে বল জয়, হিন্দুকন্যা জয়,
হিন্দুমতি থাক্ ধর্ম্মের পথে ॥

৬

রাজপুরী মাঝে, কি সুন্দর আজি
বসেছে বাজার রসের ঠাট।
রমণীতে কেনে রমণীতে বেচে
লেগেছে রমণীরূপের হাট ॥
ফুলের তোরণ ফুল আবরণ
ফুলের স্তম্ভেতে ফুলের মালা।
ফুলের দোকান ফুলের নিশান
ফুলের বিছানা ফুলের ডালা ॥
নবমীর চাঁদ বরষে চন্দ্রিকা
লাখে লাখে দীপ উজলি জ্বলে।
দোকানে দোকানে কুলবালাগণে
ঝলসে কটাক্ষ হাসিয়া ছলে ॥
এ হতে সুন্দর, রমণী-ধরম,
আর্য্যনারীধর্ম্ম, সতীত্ব ব্রত।
জয় আর্য্য নামে আজ(ও) আর্য্যধামে
আর্য্যধর্ম্ম রাখে রমণী যত ॥
জয় আর্য্যকন্যা এ ভুবনে ধন্যা,
ভারতের আলো, ঘোর আঁধারে।
হায় কি কারণে, আর্য্যপুত্রগণে
আর্য্যের ধরম রাখিতে নারে ॥

মন এবং সুখ

১

এই মধুমাসে, মধুর বাতাসে,
শোন লো মধুর বাঁশী।
এই মধু বনে, শ্রীমধুসূদনে,
দেখ লো সকলে আসি॥
মধুর সে গায়, মধুর বাজায়,
মধুর মধুর ভাষে।
মধুর আদরে, মধুর অধরে,
মধুর মধুর হাসে॥
মধুর শ্যামল, বদন কমল,
মধুর চাহনি তায়।
কনক নূপুর, মধুকর যেন,
মধুর বাজিছে পায়॥
মধুর ইঙ্গিতে, আমার সঙ্গেতে,
কহিল মধুর বাণী।
সে অবধি চিতে, মাধুরি হেরিতে,
ধৈরয নাহিক মানি॥
এ সুখ রঙ্গেতে পর লো অঙ্গেতে
মধুর চিকণ বাস।
তুলি মধুফুল, পর কানে দুল,
পুরাও মনের আশ॥
গাঁথি মধুমালা, পর গোপবালা
হাস লো মধুর হাসি।
চল যথা বাজে, যমুনার কূলে,
শ্যামের মোহন বাঁশী॥

২

চল যথা বাজে, যমুনার কূলে
ধীরে ধীরে ধীরে বাঁশী।
ধীরে ধীরে যথা, উঠিছে চাঁদনি,
স্থল জল পরকাশি॥
ধীরে ধীরে রাই, চল ধীরে যাই,
ধীরে ধীরে ফেল পদ।
ধীরে ধীরে শুন, নাদিছে যমুনা,
কল কল গদ গদ॥
ধীরে ধীরে জলে, রাজহংস চলে,
ধীরে ধীরে ভাসে ফুল।
ধীরে ধীরে বায়ু, বহিছে কাননে,
দোলায়ে আমার দুল॥
ধীরে যাবি তথা, ধীরে কবি কথা,
রাখিবি দোহার মান।
ধীরে ধীরে তার বাঁশীটি কাড়িবি,
ধীরেতে পুরিবি তান॥
ধীরে শ্যাম নাম, বাঁশীতে বলিবি.
শুনিব কেমন বাজে।
ধীরে ধীরে চূড়া কাড়িয়ে পরিবি,
দেখিব কেমন সাজে॥
ধীরে বনমালা, গলাতে দোলাবি,
দেখিব কেমন দোলে।
ধীরে ধীরে তার, মন করি চুরি,
লইয়া আসিবি চলে॥

৩

শুন মোর মন মধুরে মধুরে,
জীবন করহ সায়।
ধীরে ধীরে ধীরে, সরল সুপথে,
নিজ গতি রেখ তায়॥

এ সংসার ব্রজ, কৃষ্ণ তাহে সুখ,
মন তুমি ব্রজনারী।
নিতি নিতি তার, বংশীরব শুনি,
হতে চাও অভিসারী॥
যাও যাবে মন, কিন্তু দেখ যেন,
একাকী যেও না রঙ্গে।
মাধুর্য্য ধৈরয, সহচরী দুই,
রেখ আপনার সঙ্গে॥
ধীরে ধীরে ধীরে, কাল নদীতীরে,
ধরম কদম্ব তলে।
মধুর সুন্দর, সুখ নটবর,
ভজ মন কুতূহলে॥

জলে ফুল

১

কে ভাসাল জলে তোরে কানন-সুন্দরি!
বসিয়া পল্লবাসনে, ফুটেছিলে কোন্ বনে
নাচিতে পবন সনে, কোন্ বৃক্ষোপরি?
কে ছিঁড়িল শাখা হতে শাখার মঞ্জরী?

২

কে আনিল তোরে ফুল, তরঙ্গিণী-তীরে?
কাহার কুলের বালা, আনিয়া ফুলের ডালা,
ফুলের আঙ্গুলে তুলে ফুল দিল নীরে?
ফুল হতে ফুল খসি, জলে ভাসে ধীরে!

৩

ভাসিছ সলিলে যেন, আকাশেতে তারা।
কিম্বা কাদম্বিনী-গায়, যেন বিহঙ্গিনী প্রায়,
কিম্বা যেন মাঠে ভ্রমে, নারী পথহারা;
কোথায় চলেছ ধরি, তরঙ্গিণীধারা?

৪

একাকিনী ভাসি যাও, কোথায় অবলে !
তরঙ্গের রাশি রাশি, হাসিয়া বিকট হাসি,
তাড়াতাড়ি করি তোরে খেলে কুতূহলে ?
কে ভাসাল তোরে ফুল কাল নদীজলে !

৫

কে ভাসাল তোরে ফুল, কে ভাসাল মোরে !
কাল স্রোতে তোর(ই) মত, ভাসি আমি অবিরত,
কে ফেলেছে মোরে এই তরঙ্গের ঘোরে ?
ফেলিছে তুলিছে কভু, আছাড়িছে জোরে !

৬

শাখার মঞ্জরী আমি, তোরই মত ফুল।
বোঁটা ছিঁড়ে শাখা ছেড়ে, ঘুরি আমি স্রোতে পড়ো,
আশার আবর্ত্ত বেড়ে, নাহি পাই কূল।
তোরই মত আমি ফুল, তরঙ্গে আকুল।

৭

তুই যাবি ভেসে ফুল, আমি যাব ভেসে।
কেহ না ধরিবে তোরে, কেহ না ধরিবে মোরে,
অনন্ত সাগরে তুই, মিশাইবি শেষে।
চল যাই দুই জনে অনন্ত উদ্দেশে।

ভাই ভাই

(সমবেত বাঙ্গালিদিগের সভা দেখিয়া)

১

এক বঙ্গভূমে জনম সবার,
এক বিদ্যালয়ে জ্ঞানের সঞ্চার,
এক দুঃখে সবে করি হাহাকার,
ভাই ভাই সবে, কাঁদ রে ভাই।
এক শোকে শীর্ণ সবার শরীর,
এক শোকে বয় নয়নের নীর,
এক অপমানে সবে নতশির,
অধম বাঙ্গালি মোরা সবাই ॥

২

নাহি ইতিবৃত্ত নাহিক গৌরব,
নাহি আশা কিছু নাহিক বৈভব,
বাঙ্গালির নামে করে ছিছি রব,
কোমল স্বভাব, কোমল দেহ।
কোমল করেতে ধর কমলিনী,
কোমল শয্যাতে, কোমল শিঞ্জিনী,
কোমল শরীর, কোমল যামিনী,
কোমল পিরীতি, কোমল স্নেহ ॥

৩

শিখিয়াছ শুধু উচ্চ চীৎকার!
"ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!" সার
দেহি দেহি দেহ বল বার বার
না পেলে গালি দাও মিছামিছি।
দানের অযোগ্য চাও তবু দান,
মানের অযোগ্য চাও তবু মান,
বাঁচিতে অযোগ্য রাখ তবু প্রাণ,
ছিছি ছিছি ছিছি! ছি ছি ছি ছি ছি

৪

কার উপকার করেছ সংসারে ?
কোন্ ইতিহাসে তব নাম করে ?
কোন্ বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালির ঘরে ?
কোন্ রাজ্য তুমি করেছ জয় ?
কোন্ রাজ্য তুমি শাসিয়াছ ভাল ?
কোন্ মারাথনে ধরিয়াছ ঢাল ?
এই বঙ্গভূমি এ কাল সে কাল
অরণ্য, অরণ্য অরণ্যময় ॥

৫

কে মিলাল আজি এ চাঁদের হাট ?
কে খুলিল আজি মনের কপাট ?
পড়াইব আজি এ দুঃখের পাঠ,
শুন ছি ছি রব, বাঙ্গালি নামে,
য়ুরোপে মার্কিনে ছিছি ছিছি বলে,
শুন ছিছি রব, হিমালয়তলে,
শুন ছিছি রব, সমুদ্রের জলে,
স্বদেশে, বিদেশে, নগরে গ্রামে ॥

৬

কি কাজ বহিয়া এ ছার জীবনে,
কি কাজ রাখিয়া এ নাম ভুবনে,
কলঙ্ক থাকিতে কি ভয় মরণে ?
চল সবে মরি পশিয়া জলে ।
গলে গলে ধরি, চল সবে মরি,
সারি সারি সারি, চল সবে মরি,
শীতল সলিলে এ জ্বালা পাসরি,
লুকাই এ নাম, সাগরতলে ॥

দুর্গোৎসব*

১

বর্ষে বর্ষে এসো যাও এ বাঙ্গালা ধামে
কে তুমি ষোড়শী কন্যা, মৃগেন্দ্রবাহিনি ?
চিনিয়াছি তোরে দুর্গে, তুমি নাকি ভব দুর্গে,
দুর্গতির একমাত্র সংহারকারিণী ॥
মাটি দিয়ে গড়িয়াছি, কত গেল খড় কাছি,
সৃজিবারে জগতের সৃজনকারিণী ।
গড়ে পিটে হলো খাড়া, বাজা ভাই ঢোল কাড়া,
কুমারের হাতে গড়া ঐ দীনতারিণী !
বাজা—ঠমকি ঠমকি ঠিকি, খিনিকি ঝিনিকি ঠিনি ॥

২

কি সাজ সেজেছ মাতা রাঙ্গতার সাজে !
এ দেশে যে রাঙ্গই সাজ কে তোরে শিখালে ?
সন্তানে রাঙ্গতা দিলে আপনি তাই পরিলে,
কেন মা রাঙ্গের সাজে এ বঙ্গ ভুলালে ?
ভারত রতন খনি, রতন কাঞ্চন মণি,
সে কালে এদেশে মাতা, কত না ছড়ালে ?
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, আজি তুমি রাঙ্গতা পরা,
ছেড়া ধুতি রিপু করা, ছেলের কপালে ?
তবে—বাজা ভাই ঢোল কাঁশি মধুর খেমটা তালে ॥

৩

কারে মা এনেছ সঙ্গে, অনন্তরঙ্গিণি !
কি শোভা হয়েছে আজি, দেখ রে সবার !
আমি বেটা লক্ষ্মীছাড়া, আমার ঘরে লক্ষ্মী খাড়া,
ঘরে হতে খাই তাড়া, ঘরখরচ নাই ॥

* এই কাব্যে ছন্দের নিয়ম পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘিত হইয়াছে—ব্যাকরণের ত কথাই নাই।—লেখক।

হয়েছিল হাতে খড়ি, ছাপার কাগজ পড়ি,
সরস্বতী তাড়াতাড়ি, এলে বুঝি তাই ?
করো না মা বাড়াবাড়ি, তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি,
চড়ে না ভাতের হাঁড়ি, বিদ্যায় কাজ নাই ।
তাক্ তাক্ ধিনাক্ ধিনাক্ বাজনা বাজা রে ভাই ॥

৪

দশ ভুজে দশায়ুধ কেন মাতা ধর ?
কেন মাতা চাপিয়াছ সিংহটার ঘাড়ে ?
ছুরি দেখে ভয় পাই, ঢাল খাঁড়া কাজ নাই,
ও সব রাখুক গিয়ে রামদীন পাঁড়ে ।
সিংহ চড়া ভাল নয়, দাঁত দেখে পাই ভয়,
প্রাণ যেন খাবি খায়, পাছে লাফ ছাড়ে,
আছে ঘরে বাঁধা গাই, চড়তে হয় চড় তাই,
তাও কিছু ভয় পাই পাছে সিঙ্গ নাড়ে ।
সিংহপৃষ্ঠে মেয়ের পা ! দেখে কাঁপি হাড়ে হাড়ে ॥

৫

তোমার বাপের কাঁধে—নগেন্দ্রের ঘাড়ে
তুঙ্গ শৃঙ্গোপরে সিংহ—দেখ গিরিবালে !
শিমলা পাহাড়ে ধ্বজা, উড়ায় করিয়া মজা,
পিতৃ সহ বন্দী আছ, হর্য্যক্ষের জালে ।
তুমি যারে কৃপা কর, সেই হয় ভাগ্যধর—
সিংহেরে চরণ দিয়ে কতই বাড়ালে !
জনমি ব্রাহ্মণ কুলে, শতদল পদ্ম তুলে
আমি পুজে পাদপদ্ম পড়িনু আড়ালে !
রুটি মাখন খাব মা গো ! আলোচাল ছাড়ালে !

৬

এই শুন পুনঃ বাজে মজাইয়া মন,
সিংহের গভীর কণ্ঠ, ইংরেজ কামান !
দুড়ুম দুড়ুম দুম, প্রভাতে ভাঙ্গায় ঘুম,
দুপুরে প্রদোষে ডাকে, শিহরয় প্রাণ !

ছেড়ে ফেলে ছেঁড়া ধুতি, জলে ফেলে খুলী পুঁথি,
সাহেব সাজিব আজ ব্রাহ্মণ সন্তান।
লুচি মণ্ডার মুখে ছাই, মেজে বস্ে মটন খাই,
দেখি মা পাই না পাই তোমার সন্ধান।
সোলা-টুপি মাথায় দিয়ে পাব জগতে সম্মান॥

৭

এনেছ মা বিঘ্ন-হরে কিসের কারণে?
বিঘ্নময় এ বাঙ্গালা, তা কি আছে মনে?
এনেছ মা শক্তিধরে, দেখি কত শক্তি ধরে?
মেরেছ মা বারে বারে ছুষ্টাসুরগণে,
মেরেছ তারকাসুর, আজি বঙ্গ ক্ষুধাতুর,
মার দেখি ক্ষুধাসুর, সমাজের রণে?
অসুরে করিয়া ফের, মায়ে পোয়ে মার্‌লে ঢের,
মার দেখি এ অসুরে, ধরি ও চরণে॥
তখন—"কত নাচ গো রণে!" বাজাব প্রফুল্ল মনে॥

৮

তোমার মহিমা মাতা বুঝিতে নারিনু,
কিসের লাগিয়া আন কাল বিষধরে?
ঘরে পরে বিষধর, বিষে বঙ্গ জর জর,
আবার এ অজগর দেখাও কিঙ্করে?
হই মা পরের দাস, বাঁধি আঁটি কেটে ঘাস,
নাহিক ছাড়ি নিশ্বাস কালসাপ ডরে।
নিতি নিতি অপমান, বিষে জর জর প্রাণ,
কত বিষ কণ্ঠ মাঝে, নীলকণ্ঠ ধরে;
বিষের জ্বালায় সদা প্রাণ ছটফট করে!

৯

দুর্গা দুর্গা বল ভাই দুর্গাপূজা এলো,
পুঁতিয়া কলার তেড় সাজাও তোরণ।
বেছে বেছে তোল ফুল, সাজাব ও পদমূল,
এবার হৃদয় খুলে পূজিব চরণ॥

বাজা ভাই ঢাক ঢোল, কাড়া নাগড়া গণ্ডগোল,
দেব ভাই পাঁটার ঝোল, সোনার বরণ ॥
স্যায়রত্ন এসো সাজি, প্রতিপদ হল আজি,
জাগাও দেখি চণ্ডীরে বসায়ে বোধন ?

১০

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু—ছায়া রূপ ধরে !
কি পুঁথি পড়িলে বিপ্র ! কাঁদিল হৃদয় !
সর্ব্বভূতে সেই ছায়া ! হইল পবিত্র কায়া,
ঘুচিবে সংসার মায়া, যদি তাই হয় ॥
আবার কি শুনি কথা ! শক্তি নাকি যথা তথা ?
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু, শক্তিরূপে রয় ?
বাঙ্গালি ভূতের দেহ— শক্তি ত না দেখে কেহ ;
ছিলে যদি শক্তিরূপে, কেন হলে লয় ?
আদ্যাশক্তি শক্তি দেহ ! জয় মা চণ্ডীর জয় !

১১

পরিল এ বঙ্গবাসী, নূতন বসন,
জীবন্ত কুসুমসজ্জা, যেন বা ধরায় ।
কেহ বা আপনি পরে, কেহ বা পরায় পরে,
যে যাহারে ভালবাসে, সে তারে সাজায় ।
বাজারেতে হুড়াহুড়ি, আপিসেতে তাড়াতাড়ি,
লুচি মণ্ডা ছড়াছড়ি ভাত কেবা খায় ?
সুখের বড় বাড়াবাড়ি, টাকার বেলা ভাঁড়াভাঁড়ি,
এই দশা ত সকল বাড়ী, দোষিব বা কায় ?
বর্ষে বর্ষে ভুগি মা গো, বড়ই টাকার দায় !

১২

হাহাকার বঙ্গদেশে, টাকার জ্বালায় ।
তুমি এলে শুভঙ্করি ! বাড়ে আরো দায় ।
কেন এসো কেন যাও, কেন চাল কলা খাও,
তোমার প্রসাদে যদি টাকা না কুলায় ।

তুমি ধর্ম্ম তুমি অর্থ, তার বুঝি এই অর্থ,
তুমি মা টাকারূপিণী ধরম টাকায়।
টাকা কাম, টাকা মোক্ষ, রক্ষ মাতঃ রক্ষ রক্ষ,
টাকা দাও লক্ষ লক্ষ, নৈলে প্রাণ যায়।
টাকা ভক্তি, টাকা মতি, টাকা মুক্তি, টাকা গতি,
না জানি ভকতিস্তুতি, নমামি টাকায় ?
হা টাকা যো টাকা দেবি, মরি যেন টাকা সেবি,
অন্তিম কালে পাই মা যেন রূপায় চাকায় ?

১৩

তুমিই বিষ্ণুর হস্তে সুদর্শন চক্র,
হে টাকে ! ইহ জগতে তুমিই সুদর্শন।
শুন প্রভু রূপচাঁদ, তুমি ভানু তুমি চাঁদ,
ঘরে এসো সোনার চাঁদ, দাও দরশন ॥
আ মরি কি হেরি শোভা, ছেলে বুড়ার মনোলোভা,
হৃদে ধর বিবির মুণ্ড, লতায় বেষ্টন।
তব ঝন্ ঝন্ নাদে, হারিয়া বেহালা কাঁদে,
তম্বুরা মৃদঙ্গ বীণা কি ছার বাদন !
পশিয়া মরম-মাঝে, নারীকণ্ঠ মৃদু বাজে,
তাও ছার তুমি যদি কর ঝন্ ঝন্ !
টাকা টাকা টাকা টাকা ! বাক্‌সতে এসো রে ধন।

১৪

তোর লাগি সর্ব্বত্যাগী, ওরে টাকা ধন !
জনমি বাঙ্গালী-কুলে, ভুলিনু ও রূপে !
তেয়াগিনু পিতা মাতা, শত্রু যে ভগিনী ভ্রাতা,
দেখি মারি জ্ঞাতি গোষ্ঠী, তোরে প্রাণ সুপে !
বুঝিয়া টাকার মর্ম্ম, ত্যজেছি যে ধর্ম্ম কর্ম্ম,
করেছি নরকে ঠাঁই, ঘোর কৃমিকূপে ॥
দুর্গে দুর্গে ডাকি আজ, এ লোভে পড়ুক বাজ,
অসুরনাশিনি চণ্ডি আয় চণ্ডিরূপে !
এ অসুরে নাশ মাত ! শুম্ভে নাশিলে যেরূপে !

১৫

এসো এসো জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী উমে !
হিসাব নিকাশ আমি, করি তব সঙ্গে ।
আজি পূর্ণ বার মাস, পূর্ণ হলো কোন আশ ?
আবার পূজিব তোমা, কিসের প্রসঙ্গে ?
সেই ত কঠিন মাটি, দিবা রাত্রি দুখে হাঁটি,
সেই রৌদ্র সেই বৃষ্টি, পীড়িতেছে অঙ্গে ।
কি জন্য গেল বা বর্ষ ? বাড়িয়াছে কোন হর্ষ ?
মিছামিছি আয়ুঃক্ষয়, কালের ভ্রূভঙ্গে ।
বর্ষ কেন গণি তবে, কেন তুমি এস ভবে,
পিঞ্জর যন্ত্রণা সবে বনের বিহঙ্গে ?
ভাঙ্গ মা দেহ-পিঞ্জর ! উড়িব মনের রঙ্গে ।

১৬

ওই শুন বাজিতেছে গুম্ গাম্ গুম্
ঢাক ঢোল কাড়া কাঁশি, নৌবত নাগরা ।
প্রভাত সপ্তমী নিশি, নেয়েছে শঙ্করী পিশী,
রাঁধিবে ভোগের রান্না, হাঁড়ি মাল্‌শা ভরা ।
কাঁদি কাঁদি কেটে কলা, ভিজায়েছি ডাল ছোলা,
মোচা কুমড়া আলু বেগুন, আছে কাঁড়ি করা ॥
আর মা চাও বা কি ? মট্‌কিভরা আছে ঘি,
মিহিদানা সীতাভোগ, লুচি মনোহরা !
আজ এ পাহাড়ে মেয়ের, ভাল করে্য পেট ভরা ।

১৭

আর কি খাইবে মাতা ? ছাগলের মুণ্ড ?
রুধিরে প্রবৃত্তি কেন হে শান্তিরূপিণি !
তুমি গো মা জগন্মাতা, তুমি খাবে কার মাথা ?
তুমি দেহ তুমি আত্মা, সংসারব্যাপিনি !
তুমি কার কে তোমার, তোর কেন মাংসাহার ?
ছাগলে এ তৃপ্তি কেন, সর্ব্বসংহারিণি ?

করি তোমায় কৃতাঞ্জলি, তুমি যদি চাও বলি,
বলি দিব সুখ দুঃখ, চিত্তবৃত্তি জিনি ;
ছ্যাডাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাং ! নাচ গো রণরঙ্গিণি !

১৮

ছয় রিপু বলি দিব, শক্তির চরণে
ঐশিকী মানসী শক্তি ! তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ি !
বলি ত দিয়াছি সুখ, এখন বলি দিব দুখ,
শক্তিতে ইন্দ্রিয় জিনি হইব বিজয়ী ।
এ শক্তি দিতে কি পার ? ঠুসে তবে পাঁটা মার,
প্রণমামি মহামায়ে তুমি ব্রহ্মময়ী ।
নৈলে তুমি মাটির ঢিপি, দশমীতে গলা টিপি,
তোমায় ভাসিয়ে গাঁজা টিপি, সিদ্ধিরস্তু কই ।
ঐটুকু মা ভাল দেখি, পূজি তোমায় মৃণ্ময়ি !

১৯

মন-বোতলে ভক্তি-খেনো রাখিয়াছি তারা,
এঁটেছি সন্দেহ-ছিপি বিদ্যার গালাতে ।
শিখিয়াছি লেখা পড়া, দেবতায় মেজাজ কড়া,
হইয়াছি আধ পোড়া, সংসারজ্বালাতে ।
সাহেবের হুকুম চড়া, গৃহিণীর নথনাড়া,
ঋণে কর্‌লে দেশ ছাড়া, পারি না পালাতে ।
তাতে আবার তুমি এলে, টাকার হিসাব না করিলে,
এতে কি মা ভক্তি মেলে সংসার লীলাতে ?
বোতলে এটেছি ছিপি ! পার কি তুমি খোলাতে ?

২০

কাজ নাই সে কথায় : পূজা কর সবে ।
দেশের উৎসব এ যে ঠেলিতে কে পারে ?
কর সবে গণ্ডগোল, দাও গোলে হরি বোল,
সাপুটি পাঁঠার ঝোল ফিরি দ্বারে দ্বারে—
যাত্রার লেগেছে ধুম, ছেলে বুড়ার নাহি ঘুম,
দেখ না জ্বলিছে আলো বঙ্গের সংসারে ।

দেখ না বাজনা বাজে, দেখ না রমণী সাজে,
কুসুমিত তরু যেন কাতারে কাতারে !
তবু ত এনেছ সুখ মাতা বঙ্গ-কারাগারে।

২১

বর্ষে বর্ষে এসো মা গো, খাও লুচি পাঁটা,
ছোলা কলা কচু ঘেচু যা যোটে কপালে,
যে হলো দেশের দশা, নাই বড় সে ভরসা,
আস্‌বে যাবে খাবে নেবে, সম্বৎসর কালে।
তুমি খাও কলা মূলো, তোমার সন্তানগুলো,
মারিতেছে ব্রাণ্ডি পানি, মুর্গী পালে পালে।
দীন কবি আমি মাতা, পাতিয়া আঙ্গট পাতা,
তোমার প্রসাদ খাই, ঘৃত আলোচালে॥
প্রসীদ প্রসীদ দুর্গে, প্রসীদ নগেন্দ্রবালে !

রাজার উপর রাজা*

গাছ পুঁতিলাম ফলের আশায়,
পেলাম কেবল কাঁটা।
সুখের আশায় বিবাহ করিলাম
পেলাম কেবল ঝাঁটা॥
বাসের জন্য ঘর করিলাম
ঘর গেল পুড়ে।
বুড়া বয়সের জন্য পুঁজি করিলাম
সব গেল উড়ে॥
চাকুরির জন্যে বিদ্যা করিলাম,
ঘটিল উমেদারি।
যশের জন্য কীর্ত্তি করিলাম
ঘটিল টিটকারি॥

* যথার্থ "গদ্য-পদ্য"। কেন না, পদ্যের কোন ছন্দ নাই।

সুদের জন্য কর্জ দিলাম,
আসল গেল মারা।
প্রীতির জন্য প্রাণ দিলাম,
শেষে কেঁদে সারা॥
ধানের জন্য মাঠ চসিলাম
হলো খড় কুটো।
পারের জন্য নৌকা করিলাম,
নৌকা হলো ফুটো॥
লাভের জন্য ব্যবসা করিলাম,
সব লহনা বাকি।
সেটাম দিয়া আদালত করিলাম,
ডিক্রীর বেলায় ফাঁকি॥
তবে আর কেন ভাই, বেড়াও ঘুরে,
বেড়ে ভবের হাট।
ঘূর্ণী জলে নৌকা যেমন, ঝড়ের কুটো,
জ্বলন্ত আগুনের কাঠ॥
মুখে বল হরিনাম ভাই,
হৃদে ভাব হরি!
এ ব্যবসায় লোকসান নেই ভাই,
এসো লাভে ঘর ভরি॥
এক গুণেতে শত লাভ,
শত গুণে হাজার।
হাজারেতে লক্ষ লাভ,
ভারি ফেলাও কারবার॥
ভাই বল হরি, হরি বোল,
ভাঙ্গ ভবের হাট!
রাজার উপর হওগে রাজা
লাট সাহেবের লাট॥

মেঘ

আমি বৃষ্টি করিব না। কেন বৃষ্টি করিব? বৃষ্টি করিয়া আমার কি সুখ? বৃষ্টি করিলে তোমাদের সুখ আছে। তোমাদের সুখে আমার প্রয়োজন কি?

দেখ, আমার কি যন্ত্রণা নাই? এই দারুণ বিদ্যুদগ্নি আমি অহরহ হৃদয়ে ধারণ করিতেছি। আমার হৃদয়ে সেই সুহাসিনীর উদয় দেখিয়া তোমাদের চক্ষু আনন্দিত হয়, কিন্তু ইহার স্পর্শ মাত্রে তোমরা দগ্ধ হও। সেই অগ্নি আমি হৃদয়ে ধরি! আমি ভিন্ন কাহার সাধ্য এ আগুন হৃদয়ে ধরে?

দেখ, বায়ু আমাকে সর্ব্বদা অস্থির করিতেছে। বায়ু, দিগ্‌বিদিক্ বোধ নাই, সকল দিক্ হইতে বহিতেছে। আমি যাই জলভারগুরু, তাই বায়ু আমাকে উড়াইতে পারে না।

তোমরা ভয় করিও না, আমি এখনই বৃষ্টি করিতেছি—পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে। আমার পূজা দিও।

আমার গর্জ্জন অতি ভয়ানক—তোমরা ভয় পাইও না। আমি যখন মন্দগম্ভীর গর্জ্জন করি, বৃক্ষপত্র সকল কম্পিত করিয়া, শিখিকুলকে নাচাইয়া, মৃদু গম্ভীর গর্জ্জন করি, তখন ইন্দ্রের হৃদয়ে মন্দারমালা দুলিয়া উঠে, নন্দস্নুশীর্ষকে শিখিপুচ্ছ কাঁপিয়া উঠে, পর্ব্বত-গুহায় মুখরা প্রতিধ্বনি হাসিয়া উঠে। আর বৃত্রনিপাতকালে, বজ্রসহায় হইয়া যে গর্জ্জন করিয়াছিলাম, সে গর্জ্জন শুনিতে চাহিও না—ভয় পাইবে।

বৃষ্টি করিব বৈ কি? দেখ, কত নবযূথিকা-দাম আমার জলকণার আশায় ঊর্দ্ধমুখী হইয়া আছে। তাহাদিগের শুভ্র, সুবাসিত বদনমণ্ডলে স্বচ্ছ বারিনিষেক, আমি না করিলে কে করে?

বৃষ্টি করিব বৈ কি? দেখ, তটিনীকুলের দেহের এখনও পুষ্টি হয় নাই। তাহারা যে আমার প্রেরিত বারিরাশি প্রাপ্ত হইয়া, পরিপূর্ণ হৃদয়ে, হাসিয়া হাসিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, কল কল শব্দে উভয় কূল প্রতিহত করিয়া, অনন্ত সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া কাহার না বর্ষিতে সাধ করে?

আমি বৃষ্টি করিব না। দেখ, ঐ পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক, আমারই প্রেরিত বারি, নদী হইতে কলসী পুরিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতেছে, এবং "পোড়া দেবতা একটু ধরণ কর না" বলিয়া আমাকেই গালি দিতেছে। আমি বৃষ্টি করিব না।

দেখ, কৃষকের ঘরে জল পড়িতেছে বলিয়া আমায় গালি দিতেছে। নহিলে সে কৃষক কেন? আমার জল না পাইলে তাহার চাস হইত না—আমি তাহার জীবনদাতা। ভদ্র, আমি বৃষ্টি করিব না।

সেই কথাটি মনে পড়িল,

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চা ং নদতি মধুরশ্চাতকস্তে সগন্ধঃ।

কালিদাসাদি যেখানে আমার স্তাবক, সেখানে আমি বৃষ্টি করিব না কেন?

আমার ভাষা শেলি বুঝিয়াছিল। যখন বলি, I bring fresh showers for the thirsting flowers, তখন সে গম্ভীরা বাণীর মর্ম্ম শেলি নহিলে কে বুঝিবে? কেন জান? সে আমার মত হৃদয়ে বিদ্যুদগ্নি বহে। প্রতিভাই তাহার বিদ্যুৎ।

আমি অতি ভয়ঙ্কর। যখন অন্ধকারে কৃষ্ণকরাল রূপ ধারণ করি, তখন আমার ভ্রূকুটি কে সহিতে পারে? এই আমার হৃদয়ে কালাগ্নি বিদ্যুৎ তখন পলকে পলকে ঝলসিতে থাকে। আমার নিঃশ্বাসে, স্থাবর জঙ্গম উড়িতে থাকে, আমার রবে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়।

আবার আমি কেমন মনোরম! যখন পশ্চিম-গগনে, সন্ধ্যাকালে লোহিতভাস্করাঙ্কে বিহার করিয়া স্বর্ণতরঙ্গের উপর স্বর্ণতরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করি, তখন কে না আমায় দেখিয়া ভুলে? জ্যোৎস্নাপরিপ্লুত আকাশে মন্দ পবনে আরোহণ করিয়া কেমন মনোহর মূর্ত্তি ধরিয়া আমি বিচরণ করি। শুন পৃথিবীবাসিগণ! আমি বড় সুন্দর, তোমরা আমাকে সুন্দর বলিও।

আর একটা কথা আছে, তাহা বলা হইলেই আমি বৃষ্টি করিতে যাই। পৃথিবীতলে একটি পরম গুণবতী কামিনী আছে, সে আমার মনোহরণ করিয়াছে। সে পর্ব্বত-গুহায় বাস করে, তাহার নাম প্রতিধ্বনি। আমার সাড়া পাইলেই সে আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করে। বোধ হয়, আমায় ভাল বাসে। আমিও তাহার আলাপে মুগ্ধ হইয়াছি। তোমরা কেহ সম্বন্ধ করিয়া আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে পার?

বৃষ্টি

চল নামি—আষাঢ় আসিয়াছে—চল নামি।

আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু, একা এক জনে যূথিকাকলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না—মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি,—মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে?

দেখ, যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই, সেই তুচ্ছ। দেখ, ভাই সকল, কেহ একা নামিও না—অর্দ্ধপথে ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে—চল, সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে, এই বিশোষিতা পৃথিবী ভাসাইব।

পৃথিবী ভাসাইব। পর্ব্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া, বুকে পা দিয়া, পৃথিবীতে নামিব; নির্ঝরপথে স্ফাটিক হইয়া বাহির হইব। নদীকূলের শূন্যহৃদয় ভরাইয়া, তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া, মহাকল্লোলে ভীম বাদ্য বাজাইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ মারিয়া, মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব। এসো, সবে নামি।

কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু। ইস্! বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশ দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের এ বর্ষাযুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র; তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে জলে এক করি। তাহার সাহায্য পাইলে বড় বড় গ্রাম, অট্টালিকা, পোত মুখে করিয়া ধুইয়া লইয়া যাই। তাহার ঘাড়ে চড়িয়া, জানালা দিয়া লোকের ঘরে ঢুকি। যুবতীর যত্ননির্ম্মিত শয্যা ভিজাইয়া দিই—সুষুপ্ত সুন্দরীর গায়ের উপর গা ঢালি। বায়ু! বায়ু ত আমাদের গোলাম।

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না ঐক্যেই বল—নহিলে আমরা কেহ নই। চল—আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—কিন্তু পৃথিবী রাখিব। শস্যক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব—মনুষ্য বাঁচিবে। নদীতে নৌকা চালাইব—মনুষ্যের বাণিজ্য বাঁচিবে। তৃণ লতা বৃক্ষাদির পুষ্টি করিব—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বাঁচিবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—আমাদের সমান কে? আমরাই সংসার রাখি।

তবে আয়, ডেকে ডেকে, হেঁকে হেঁকে, নবনীল কাদম্বিনি! বৃষ্টিকুলপ্রসূতি! আয় মা দিঙ্মণ্ডলব্যাপিনি; সৌরতেজঃসংহারিণি! এসো, গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন কর, আমরা নামি! এসো ভগিনি সুচারুহাসিনি চঞ্চলে! বৃষ্টিকুলমুখ আলো কর! আমরা ডেকে ডেকে, হেসে হেসে, নেচে নেচে, ভূতলে নামি। তুমি বৃত্রমর্ম্মভেদী বজ্র, তুমিও ডাক না—এ উৎসবে তোমার মত বাজনা কে? তুমিও ভূতলে পড়িবে? পড়, কিন্তু কেবল গর্ব্বোন্নতের মস্তকের উপর পড়িও। এই ক্ষুদ্র-পরোপকারী শস্যমধ্যে পড়িও না—আমরা তাহাদের বাঁচাইতে যাইতেছি। ভাঙ্গ ত এই পর্ব্বতশৃঙ্গ ভাঙ্গ; পোড়াও ত ঐ উচ্চ দেবালয়চূড়া পোড়াও। ক্ষুদ্রকে কিছু বলিও না—আমরা ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রের জন্য আমাদের বড় ব্যথা।

দেখ, দেখ, আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ! গাছপালা মাথা নাড়িতেছে—নদী দুলিতেছে, ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম করিতেছে—চাসা চসিতেছে—ছেলে ভিজিতেছে—কেবল বেনে বউ আমসী ও আমসত্ত্ব লইয়া পলাইতেছে। মর্ পাপিষ্ঠা! তুই একখানা রেখে যা না—আমরা খাব। দে, মাগীর কাপড় ভিজিয়ে দে।

আমরা জাতিতে জল, কিন্তু রঙ্গ রস জানি। লোকের চাল ফুটা করিয়া ঘরে উঁকি মারি—দম্পতীর গৃহে ছাদ ফুটা করিয়া টু দিই। যে পথে সুন্দর বৌ জলের কলসী লইয়া যাইবে, সেই পথে পিছল করিয়া রাখি। মল্লিকার মধু ধুইয়া লইয়া গিয়া, ভ্রমরের অন্ন মারি। মুড়ি মুড়কির দোকান দেখিলে প্রায় ফলার মাখিয়া দিয়া যাই। রামী চাকরাণী কাপড় শুকুতে দিলে, প্রায় তাহার কাজ বাড়াইয়া রাখি। ভণ্ড বামুনের জন্য আচমনীয় যাইতেছে দেখিলে, তাহার জাতি মারি। আমরা কি কম পাত্র! তোমরা সবাই বল—আমরা রসিক।

তা যাক্—আমাদের বল দেখ। দেখ, পর্ব্বতকন্দর, দেশ প্রদেশ ধুইয়া লইয়া, নূতন দেশ নির্ম্মাণ করিব। বিশীর্ণা সূত্রাকারা তটিনীকে কূলপ্লাবিনী দেশমজ্জিনী অনন্তদেহধারিণী অনন্ত তরঙ্গিণী জলরাক্ষসী করিব। কোন দেশের মানুষ রাখিব—কোন দেশের মানুষ মারিব—কত জাহাজ বহিব, কত জাহাজ ডুবাইব—পৃথিবী জলময় করিব—অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র! আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান্ কে!

খদ্যোত

খদ্যোত যে কেন আমাদিগের উপহাসের স্থল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। বোধ হয়, চন্দ্র সূর্য্যাদি বৃহৎ আলোকাধার সংসারে আছে বলিয়াই জোনাকির এত অপমান। যেখানেই অল্পগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপহাস করিতে হইবে, সেইখানেই বক্তা বা লেখক জোনাকির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু আমি দেখিতে পাই যে, জোনাকির অল্প হউক, অধিক হউক, কিছু আলো আছে—কই, আমাদের ত কিছুই নাই। এই অন্ধকারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহার পথ আলো করিলাম? কে আমাকে দেখিয়া, অন্ধকারে, দুস্তরে, প্রান্তরে, দুর্দ্দিনে, বিপদে, বিপাকে বলিয়াছে, এস ভাই, চল চল, ঐ দেখ আলো জ্বলিতেছে, চল, ঐ আলো দেখিয়া পথ চল? অন্ধকার! এ পৃথিবী ভাই বড় অন্ধকার! পথ চলিতে পারি না। যখন চন্দ্র সূর্য্য থাকে, তখন পথ চলি—নহিলে পারি না। তারাগণ আকাশে উঠিয়া, কিছু আলো করে বটে, কিন্তু দুর্দ্দিনে ত তাহাদের দেখিতে পাই না। চন্দ্রসূর্য্যও সুদিনে—দুর্দ্দিনে, দুঃসময়ে, যখন মেঘের ঘটা, বিদ্যুতের

ছটা, একে রাত্রি, তাহাতে ঘোর বর্ষা, তখন কেহ না। মনুষ্যনির্ম্মিত যন্ত্রের ন্যায় তাহারাও বলে —"*Hora non numero nisi serenas !*" কেবল তুমি খদ্যোত,—ক্ষুদ্র, হীনভাস, ঘৃণিত, সহজে হন্য, সর্ব্বদা হত—তুমিই সেই অন্ধকার দুর্দ্দিনে বর্ষাবৃষ্টিতে দেখা দাও। তুমিই অন্ধকারে আলো। আমি তোমাকে ভাল বাসি।

আমি তোমায় ভাল বাসি, কেন না, তোমার অল্প, অতি অল্প আলো আছে—আমিও মনে জানি, আমারও অল্প, অতি অল্প আলো আছে—তুমিও অন্ধকারে, আমিও ভাই, ঘোর অন্ধকারে। অন্ধকারে সুখ নাই কি? তুমিও অনেক অন্ধকারে বেড়াইয়াছ—তুমি বল দেখি? যখন নিশীথ-মেঘে জগৎ আচ্ছন্ন, বর্ষা হইতেছে ছাড়িতেছে, ছাড়িতেছে হইতেছে; চন্দ্র নাই, তারা নাই, আকাশের নীলিমা নাই, পৃথিবীর দীপ নাই—প্রস্ফুটিত কুসুমের শোভা পর্য্যন্ত নাই—কেবল অন্ধকার, অন্ধকার! কেবল অন্ধকার আছে—আর তুমি আছ—তখন, বল দেখি, অন্ধকারে কি সুখ নাই? সেই তপ্ত রৌদ্রপ্রদীপ্ত কর্কশ স্পর্শপীড়িত, কঠোর শব্দে শব্দায়মান অসহ্য সংসারের পরিবর্ত্তে, সংসার আর তুমি! জগতে অন্ধকার; আর মুদিত কামিনীকুসুম জলনিষেকতরুণায়িত বৃক্ষের পাতায় পাতায় তুমি! বল দেখি ভাই, সুখ আছে কি না?

আমি ত বলি আছে। নহিলে কি সাহসে, তুমি ঐ বন্যান্ধকারে, আমি এই সামাজিক অন্ধকারে এই ঘোর দুর্দ্দিনে ক্ষুদ্র আলোকে আলোকিত করিতে চেষ্টা করিতাম? আছে—অন্ধকারে মাতিয়া আমোদ আছে। কেহ দেখিবে না—অন্ধকারে তুমি জ্বলিবে—আর অন্ধকারে আমি জ্বলিব; অনেক জ্বালায় জ্বলিব। জীবনের তাৎপর্য্য বুঝিতে অতি কঠিন—অতি গূঢ়, অতি ভয়ঙ্কর—ক্ষুদ্র হইয়া তুমি কেন জ্বল, ক্ষুদ্র হইয়া আমি কেন জ্বলি? তুমি তা ভাব কি? আমি ভাবি। তুমি যদি না ভাব, তুমি সুখী। আমি ভাবি—আমি অসুখী। তুমিও কীট—আমিও কীট, ক্ষুদ্রাধিক ক্ষুদ্র কীট—তুমি সুখী,—কোন্ পাপে আমি অসুখী? তুমি ভাব কি? তুমি কেন জগৎসবিতা সূর্য্য হইলে না, এককালীন আকাশ ও সমুদ্রের শোভা যে সুধাকর, কেন তাই হইলে না—কেন গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু নীহারিকা,—কিছু না হইয়া কেবল জোনাকি হইলে, ভাব কি? যিনি এ সকলকে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই তোমায় সৃজন করিয়াছেন, যিনিই উঁহাদিগকে আলোক দিয়াছেন, তিনিই তোমাকে আলোক দিয়াছেন—তিনি একের বেলা বড় ছাঁদে—অন্যের বেলা ছোট ছাঁদে গড়িলেন কেন? অন্ধকারে এত বেড়াইলে, ভাবিয়া কিছু পাইয়াছ কি?

তুমি ভাব না ভাব, আমি ভাবি। আমি ভাবিয়া স্থির করিয়াছি যে, বিধাতা তোমায় আমায় কেবল অন্ধকার রাত্রের জন্য পাঠাইয়াছেন। আলো একই—তোমার আলো ও সূর্য্যের —উভয়ই জগদীশ্বরপ্রেরিত—তবে তুমি কেবল বর্ষার রাত্রের জন্য; আমি কেবল বর্ষার রাত্রের জন্য। এসো কাঁদি।

এসো কাঁদি—বর্ষার সঙ্গে, তোমার আমার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ কেন? আলোকময়, নক্ষত্রপ্রোজ্জ্বল বসন্তগগনে তোমার আমার স্থান নাই কেন? বসন্ত চন্দ্রের জন্য, সুখীর জন্য, নিশ্চিন্তের জন্য;—বর্ষা তোমার জন্য, দুঃখীর জন্য, আমার জন্য। সেই জন্য কাঁদিতে চাহিতেছিলাম—কিন্তু কাঁদিব না। যিনি তোমার আমার জন্য এই সংসার অন্ধকারময় করিয়াছেন, কাঁদিয়া তাঁহাকে দোষ দিব না। যদি অন্ধকারের সঙ্গে তোমার আমার নিত্য সম্বন্ধই তাঁহার ইচ্ছা, আইস, অন্ধকারই ভালবাসি। আইস, নবীন নীল কাদম্বিনী দেখিয়া, এই অনন্ত অসংখ্য জগন্ময় ভীষণ বিশ্বমণ্ডলের করাল ছায়া অনুভূত করি; মেঘগর্জ্জন শুনিয়া, সর্ব্বধ্বংসকারী কালের অবিশ্রান্ত গর্জ্জন স্মরণ করি;—বিদ্যুদ্দাম দেখিয়া কালের কটাক্ষ মনে করি। মনে করি, এই সংসার ভয়ঙ্কর ক্ষণিক,—তুমি আমি ক্ষণিক, বর্ষার জন্যই প্রেরিত হইয়াছিলাম; কাঁদিবার কথা নাই। আইস, নীরবে জ্বলিতে জ্বলিতে, অনেক জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে সকল সহ্য করি।

নহিলে, আইস, মরি। তুমি দীপালোক বেড়িয়া বেড়িয়া পুড়িয়া মর, আমি আশারূপ প্রবল প্রোজ্জ্বল মহাদীপ বেড়িয়া বেড়িয়া পুড়িয়া মরি। দীপালোকে তোমার কি মোহিনী আছে জানি না—আশার আলোকে আমার যে মোহিনী আছে, তাহা জানি। এ আলোকে কত বার ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম, কত বার পুড়িলাম, কিন্তু মরিলাম না। এ মোহিনী কি, আমি জানি। জ্যোতিষ্মান্ হইয়া এ সংসারে আলো বিতরণ করিব—বড় সাধ; কিন্তু হায়! আমরা খদ্যোত! এ আলোকে কিছুই আলোকিত হইবে না! কাজ নাই। তুমি ঐ বকুলকুঞ্জ-কিসলয়কৃত অন্ধকারমধ্যে, তোমার ক্ষুদ্র আলোক নিবাও, আমিও জলে হউক, স্থলে হউক, রোগে হউক, দুঃখে হউক, এ ক্ষুদ্র দীপ নিবাই।

মনুষ্য খদ্যোত।

বাল্যরচনা

বাল্যরচনা

[এই কবিতাগুলি লেখকের পঞ্চদশ বৎসর বয়সে লিখিত হয়। লিখিত হওয়ার তিন বৎসর পরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হইয়া বিক্রেতার আলমারীতেই পচে—বিক্রয় হয় নাই। তাহার পর আর এ সকল পুনর্ম্মুদ্রিত করিবার যোগ্য বিবেচনা করি নাই, এখনও আমার এমন বিবেচনা হয় না যে, ইহা পুনর্ম্মুদ্রিত করা বিধেয়। বাল্যকালে কিরূপ লিখিয়াছিলাম, তাহা দেখাইয়া বাহাদুরী করিবার ভরসা কিছু মাত্র নাই; কেন না, অনেকেই অল্প বয়সে এরূপ কবিতা লিখিতে পারে। যাহা অপাঠ্য, তাহা বালকপ্রণীত হউক বা বৃদ্ধ-প্রণীত হউক, তুল্যরূপে পরিহার্য্য। অতএব কিছু পরিবর্ত্তন না করিয়া "ললিতা" নামক কাব্যখানি পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। মানস নামক কাব্যখানিতে পরিবর্ত্তন বড় সহজ নহে, এ জন্য সে চেষ্টা করিলাম না। তথাপি সামান্যরূপ পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে।]

ললিতা

ভৌতিক গল্প

"O Love! in such a wilderness as this,
Where transport with security entwine,
Here is the Empire of thy perfect bliss,
And here art thou a God indeed divine."

Gertrude of Wyoming.

"But mortal pleasure, what art thou in truth!
The torrents' smoothness ere it dash below."

Ibid.

প্রথম সর্গ

১

মহারণ্যে অন্ধকার, গভীর নিশায়
নির্ম্মল আকাশ নীলে, শশী ভেসে যায়॥
কাননের পাতা ছাদ, নাচে শশিকরে।
পবন দোলায় তায় সুমধুর স্বরে॥
নীচে তার অন্ধকারে, আছে ক্ষুদ্র নদী।
অন্ধকার, মহাস্তব্ধ, বহে নিরবধি॥
ভীম তরুশাখা যথা পড়িয়াছে জলে,
কল কল করি বারি সুরবে উছলে॥
আঁধারে অস্পষ্ট দেখি, যেন বা স্বপন!
কলিকাস্তবকময় ক্ষুদ্র তরুগণ॥
শাখার বিচ্ছেদে কভু, শশধরকর,
স্থানে স্থানে পড়িয়াছে, নীল জলোপর॥
ঘোর স্তব্ধ নদীতটে: শুধু ক্ষণে ক্ষণে,
কোন কীট যায় আসে নাড়া দিয়ে বনে॥
শুধু অন্ধকার মাঝে, অলক্ষ্য শরীর!
কোন হিংস্র পশু ছাড়ে, নিশ্বাস গভীর॥

অসংখ্য পত্রের শুধু, ভীষণ মর্ম্মর।
আর শুধু শুনি এক, সঙ্গীতের স্বর॥
গভীর সঙ্গীত সেই! ভাসে নদী দিয়ে।
ভাঙ্গিল গভীর স্তব্ধ স্বরে শিহরিয়ে—
কখন কোমল স্থির করুণার স্বরে,
যেন কোন বিরহিণী কেঁদে কেঁদে মরে॥
শুনিয়ে তা মনে হয়, ঈষৎ আভাস,
যেন কত সুখস্বপ্ন, হয়েছে বিনাশ;
কি কারণে দুঃখোদয় কিসের স্মরণে,
কিছুই বুঝি না তবু, উচাটন মনে॥
ফুলিয়ে উঠিছে ধ্বনি, স্থির শূন্য কেটে।
ইচ্ছা করে গগনেতে উঠে যাই ফেটে॥
ছেঁড়ে হৃদয়ের ডোর গভীর যাতনে।
ইচ্ছা করে গলি গিয়ে মিশি গান সনে॥
আরে যদি সঙ্গীতের দেহ দেখা পাই!
যতনেতে আলিঙ্গিয়া, মোহে মরে যাই॥

২

নদীতীরে বৃক্ষ নাহি ছিল এক স্থানে।
দীর্ঘ তৃণে চন্দ্রকর জ্বলিছে সেখানে॥
ছোট গাছে তারামত ফুল্ল পুষ্পদলে।
স্থির তার প্রতিরূপ স্থির নদীজলে॥
সুখস্বপ্নে যেন তারা, নিদ্রাভরে হাসে।
গগন গুমুরে মরে, সুখময় বাসে॥
সেই স্থানে বসি এক নারী একাকিনী।
ফুলহীন বনে যেন স্থলকমলিনী॥
মিশেছে সে চন্দ্রিকায়; ভাবে তায় চিত্ত
শুধু সে স্বপ্নের ছায়া, অসত্য অনিত্য॥
যৌবন আশার সম ফুল্ল রূপ তার।
দেখিয়া ফিরালে আঁখি, দেখি ফিরে বার॥

স্থিরা ধীরা সুকোমলা বিমলা অবলা।
সবে নব পুরিতেছে যৌবনের কলা ॥
মোহন সঙ্গীতে মন বেঁধেছে যতনে।
প্রেম যেন শুনিতেছে আশার বচনে ॥
বদনে ললিত রেখা কত হয়ে যায়।
রক্তিম নীরদ যেন শারদ সন্ধ্যায় ॥
গলিল নয়নপদ্ম : মুগ্ধ তার মন,
প্রাণ মন জ্ঞান ধন জীবন যৌবন,
সকলি করেছে যেন গীতে সমর্পণ ॥
কোথা হতে আসে সেই সুমধুর গান ?
কেন তাতে এত আশা ? কে হরিল প্রাণ ?

৩

ললিতা তাহার নাম—রাজার নন্দিনী।
জননী না ছিল তার, বিমাতা বাঘিনী।
রাজা বড় নিষ্ঠুর সতত দেয় জ্বালা ;
গোপনে কতই কাঁদে মাতৃহীনা বালা।
দুর্জ্জনের সাথে তার বিবাহ সম্বন্ধ—
শুনে কেঁদে কেঁদে তার, চক্ষু যেন অন্ধ।
মন্মথ নামেতে যুবা, সুঠাম সুন্দর,
বচনে অমিয় ক্ষরে নারীমনোহর।
মোহিল ললিতাচিত্ত তার দরশনে।
গোপনে বিবাহ হৈল মিলিল দুজনে।
জানিল বিবাহবার্ত্তা দুরন্ত রাজন্।
কন্যারে ডাকিয়া বলে পরুষ বচন ॥
এ পুরী আঁধার কেন কর কলঙ্কিনী।
শীঘ্র যাও দেশান্তরে না হতে যামিনী ॥
কাল যদি দেখি তোরে, বধিব পরাণ।
ভয়ে বালা সেই দণ্ডে করিলা প্রস্থান ॥

মন্মথ লইয়া তারে তুলিল নৌকায়।
ভয়ে ভীত দুই জনে নদী বেয়ে যায়॥
পথিমধ্যে দস্যুদল আসিয়া রোধিল।
ললিতারে কাড়ি লয়ে বনে প্রবেশিল॥
অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিল তারে।
ললিতা একাকী ফিরে নদী ধারে ধারে॥
কোথায় মন্মথ গেল, তরি কোন ভিতে।
রজনী গভীরা তবু ভয় নাই চিতে।
এমন সময়ে শোনে সঙ্গীতের ধ্বনি।
মন্মথ গাইছে গীত বুঝিল অমনি॥
বুঝিল সঙ্কেত করে সেই প্রিয়জন,
নদীতীরে চন্দ্রালোকে বসিল তখন।
তীরেতে লাগিল তরি অতিদ্রুত হয়ে।
দেখিতে দেখিতে দুয়ে দুয়ের হৃদয়ে॥
কতই আদর করে, পেয়ে সোহাগিনী।
কতই রোদন করে কাতরা কামিনী॥

৪

তখন ললিতা কয়, "আর জ্বালা নাহি সয়,
পড়িয়া দস্যুর হাতে, যে দুঃখ হে পেয়েছি।
কাড়ি নিল অলঙ্কার, লাঞ্ছনা কত আমার,
তীরে তীরে কেঁদে কেঁদে এতদূর এয়েছি॥
দেখা হবে তব সাথ, হেন নাহি জানি নাথ,
দয়া করি কালী আজি রেখেছেন চরণে।"
পতি বলে "শুন প্রিয়ে, তোমা ধনে হারাইয়ে,
মরিব বলিয়ে আজি, প্রবেশিনু কাননে॥
দেখিলাম দুই ধার, মহারণ্যে অন্ধকার,
নীরবে নির্ম্মলা নদী, তার মাঝে বহিছে।
ভীষণ বিজন স্তব্ধ, নাহি জীব নাহি শব্দ,
তরুদলে ঢুলে জলে, ঘুমাইয়া রহিছে॥

যে স্থির অরণ্য নদী, যেন বা সৃজনাবধি,
কোন জীব কোন কীট, তথা নাহি নড়েছে।
প্রথমে যে ছিল যথা, এখনও রয়েছে তথা,
মৃত্যুর ভীষণ ছায়া, সর্ব্বস্থানে পড়েছে॥
ভয়েতে গগন পানে, চাহিলে ভুলিনু প্রাণে,
বিমল সুনীলাকাশে, শশী হেসে যেতেছে।
ভাবিলাম প্রকৃতির, সিকলি গভীর স্থির,
শুধু এ হৃদয় কেন, এত দুঃখ পেতেছে!
মরি যদি পারিতাম, গোলে জল হইতাম,
এ স্থির সলিলে মিশে, হৃদয় ঘুমাইত।
তথা রিপু চিন্তাহীন, রহিতাম চিরদিন,
ললিতার দুঃখ তবে, কিসে হৃদে আইত॥

৫

"ভাবি এ প্রকার, ছাড়িতে হুঙ্কার,
কাঁপিল কানন স্তব্ধ।
শিহরি অন্তরে, কি জানি কি ডরে,
কাঁপে হৃদি শুনি শব্দ॥
হুতাশ নাশিতে, সঙ্কেত বাঁশীতে,
গায়িলাম দুখ যত।
বাজাইয়া তায়, মরি লো তোমায়,
সঙ্কেত করেছি কত!
একবার যাই, মুরলী বাজাই,
আপনি নয়ন ঝোরে।
গলে হৃদি দুখে, এক মাত্র সুখে;
বাঁশী কি মোহিল মোরে!
গাই পরক্ষণে, দেখি নিশাবনে,
একাকিনী রূপবতী।
হয়ে চমকিত, তরি এই ভীত,
লইলাম শীঘ্রগতি॥

কে জানে কেমনে, আশা এলো মনে,
আমারি ললিতা হবে।
কত ভাগ্য ধনি, পাই হারা মণি,
আর ছাড়া নাহি হবে?”

৬

ললিতা।

“নারে প্রাণ নারে, আর হে তোমারে,
আঁখি ছাড়া করিব না।
রহিব দুজনে, গোপনে কাননে,
দেখিবে না কোন জনা॥
কাজ নাই দেশে, তথা শুধু দ্বেষে,
হেন প্রেম নাশ করে।
গঞ্জন যন্ত্রণা, কলঙ্ক রটনা,
মিলন না হয় ডরে॥
যেখানে প্রণয়, হৃদয়ে না রয়,
যেখানে তোমা না পাই।
সে দেশ কি দেশ, সে গৃহে বিদ্বেষ,
কখন যেন না যাই॥
এখানে মন্মথ, প্রণয়ের পথ,
কলঙ্কের কাঁটা হীন।
হেরি তব মুখে, নিরমল সুখে,
স্বর্গসুখে হব লীন॥
জ্বালা পৃথিবীর, সব হবে স্থির,
শুধু সুখময় মন।
লইয়ে মন্মথ, যাহা মনোমত,
করিব সকল ক্ষণ॥”

মন্মথ।

“হে বিধি হে বিধি, কর কর বিধি,
এই কপালে আমার।

রল তার চেয়ে, স্বর্গপদ পেয়ে,
কি সুখ আছে হে আর ॥
বিচ্ছেদ যাতনা, দিব না দিব না,
এ জনমে প্রেয়সীরে।
কাল পূর্ণ হলে, সুখে তব কোলে,
মরে যাব ধীরে ধীরে ॥”

দ্বিতীয় সর্গ

১

মরি প্রেম যার মনে, সে কি চায় রাজ্যধনে,
প্রিয়মুখ ত্রিসংসার তায়।
হৃদে তার যে রতন, আলো করে ত্রিভুবন,
অন্য মণি নিবায় বিভায় ॥
এক মোহে সদা মত্ত, না জানে আপনি মর্ত্য,
যাহা দেখে তাই প্রেমাকুল।
রবি শশী তারাকাশ, পয়োদ পবনশ্বাস,
সাগর শিখর বনফুল ॥
যেন লক্ষ বিদ্যাধরে, সদা কর্ণে গান করে,
কি মধুর শব্দহীন ভাষা।
হেরিয়ে সামান্য কলি, নয়ন সলিলে গলি,
উছলে অন্তরে ভালবাসা ॥
প্রেমে যার মন বাঁধা, না পারে দিবারে বাধা,
সমুদ্র শিখর নদী বনে।
তবে যদি করে বিধি, চির বিরহের বিধি,
তবু স্বর্গ মনের মিলনে ॥
কলঙ্ক বিপদ ক্লেশ, ঝটিকার ধরি বেশ,
শিরোপরি গরজয়ে যত।
আশ্রয় করিয়া আশা, প্রণয়ীতে ভালবাসা,
প্রণয়ীর প্রাণে বাড়ে তত ॥

জ্বালা সয় নিরবধি, সেও ভাল পায় স্বাদ,
একবার আঁখির মিলন।
দুখের গভীর বনে, সেই স্বপ্নে সুখ মনে,
প্রেম রীতি কে জানে কেমন ॥

২

চলিল চরণে চন্দ্রবদনী।
ঢলিয়ে ঢলিয়ে মন্দচরণী।
উষার প্রখর তারকা ধনী।
চলিল গজেশগামিনী ॥
উভয়ে মরেছে হৃদি যাতনে।
উভয়ে পেয়েছে প্রাণরতনে।
কাঁধে কাঁধে ধরি চলে কাননে।
গভীর নীরব যামিনী ॥
শিরোপরে শাখা বিনান ঘন।
আসিবে কেমনে শশিকিরণ।
তরল তিমির ভীষণ বন।
দেখিয়া শিহরে কামিনী ॥
আঁধার আকাশে নক্ষত্রাবলি।
তেমনি কাননে কুসুম কলি।
আমোদে হৃদয়ে যেতেছে গলি।
সে নব নীরদ দামিনী ॥
ভীষণ তিমিরে ভীষণ স্থির।
মাঝে মাঝে খসে পত্র শাখীর।
ধীরে ধীরে ঝরে নির্ঝর নীর।
আঁধারে নিরখে রঙ্গিণী ॥
লাগিয়া নির্ঝরে ঈষৎ আলো।
দেখে ফুলময় সে জল কালো।
আঁধারে কুসুম পরশে গাল।
শিহরে সরোজ অঙ্গিনী ॥

যেতে পতি সনে চন্দ্রবদনী
মরি কি সঙ্গীত শুনিল ধনী।
ললিত মোহন গভীর ধ্বনি।
নির্ঝর নিনাদ সঙ্গিনী॥
নীরব কানন উঠে শিহরি।
শিহরে দুজনে দুজনে ধরি।
হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁথিল মরি।
বাঁধিল মনঃকুরঙ্গিণী॥

৩

স্তব্ধ বনে অন্ধকারে, ভেসে ভেসে চারি ধারে
মোহে তায় দুই জনে, আপনাকে ভুলিল।
দুজনার মুখ চেয়ে, দুজনারে বুকে পেয়ে,
প্রেম আর সেই গানে, এক হয়ে মিলিল॥
জ্ঞান পেয়ে কহে কেন, এ গহনে ধ্বনি হেন,
এ ধ্বনি দেবের যেন, চল দেখি যাইয়ে।
আ মরি! কহিছে ধনী, শুনি নাই হেন ধ্বনি,
হরিল কানন ভয়, হৃদয় নাচাইয়ে॥
বনমাঝে যায় যত, ধ্বনি সুনিকট তত,
দেখে শেষে তরু কত, কুঞ্জ-এক ঘেরেছে।
স্থির শোভা কিবা তার, বুঝি প্রেম আপনার,
সাধের প্রমোদাগার, তার মাঝে করেছে॥

৪

এ কুঞ্জ হইতে যেন আসিছে সঙ্গীত।
হেন ভাবি দুই জনে আইল ত্বরিত॥
নিকুঞ্জ প্রবেশ মাত্র থামিল সে ধ্বনি।
কানন পূর্ব্বের মত নীরব অমনি॥
আশ্চর্য্য হইয়া দোঁহে রহিলেক স্থির।
দেখিতেছে শোভা কুঞ্জ গগন শশীর॥

কেহ নাই বন কিম্বা গগন ভিতর।
তথাপি কেমনে এলো এ মধুর স্বর ॥
ললিতার জ্ঞান হলো প্রবেশ সময়।
যেন কোন স্বপ্ন-দৃষ্ট মত শোভাময়
দুই মনোরম রূপ নারী নরাকারে,
দেখিল চকিত মত নিকুঞ্জের ধারে ॥
মন্মথ মোহিনী প্রতি কহিছে হে প্রিয়ে।
দেখি কালিকার দিন এখানে রহিয়ে ॥
আজিকার মত যদি কালিকায় হবে।
দেব কি মানব যক্ষ জানা যাবে তবে ॥
আজিকার মত এসো রই এই স্থানে।
এমন মোহন স্থান পাবে কোন্‌খানে ॥

৫

মোহিনী মন্মথ সনে মনোমত স্থলে।
এমন যামিনী যাপে এমন বিরলে ॥
এমন বিপদহীন বিজন কানন।
এমন বিরল প্রেম গভীর এমন ॥
কে জানে সে সত্য কি না স্বপন নিশায়।
বনে এলে কে জানিত হেন হবে তায় ॥
রবে না এমন সুখ মানব কপালে।
ভাবিয়ে বিচল চিত্ত এ সুখের কালে ॥
এই ভয় মনোমাঝে হয় আর যায়।
যেন কোন মেঘ-ছায়া পড়িছে ধরায় ॥
এই মত গেল নিশি নিকুঞ্জ মন্দিরে।
সে দিন কাটালে সুখে নিশি এলো ফিরে ॥

কাননে যামিনী পরকাশে, নিরমল নীলে শশী ভাসে।
নিশীথে নিস্তব্ধ বন, নিদ্রা যায় মেঘগণ,
নিদ্রা যায় বাতাস আকাশে ॥

উঠিল নীরবে আচম্বিত, প্রেমময় ললিত সঙ্গীত।
স্থির শূন্যে ভেসে যায়, গগন গহন তায়,
শিহরিছে পুলক পূরিত ॥
যেন কেহ বিরহের জ্বরে, প্রেমময়ী পরশে শিহরে।
নাথহৃদে ছিল ধনী, গলিল শুনিয়ে ধ্বনি,
মোহে মিশে প্রাণে প্রাণেশ্বরে ॥
গভীর নিশ্বাসে থামে গান, অবকাশে তারা পায় জ্ঞান।
জানিল সে কালিকার, সেই ধ্বনি পুনর্ব্বার,
হেথা হ'তে গেছে অন্য স্থান ॥
প্রেয়সীরে কহিছে মন্মথ, ধ্বনি যে জুড়ায় শ্রুতিপথ।
এখানে গেয়েছে কাল, কামিনি লো কি কপাল!
আজ ধ্বনি অন্য স্থান গত ॥
আজি গীত গাইছে যথায়, চল মোরা যাইব তথায়।
কে গায় কিসের তরে, কেন গায় স্থানান্তরে,
করি চল যাহে জানা যায় ॥
নাথ সনে লক্ষ্য করি ধ্বনি, চলে বনে শশাঙ্কবদনী।
ঘন গাঁথা তরুদলে, ঘন তম তার তলে,
ভয়ঙ্কর নীরব কেমনি ॥
পূর্ব্বমত নিকুঞ্জ মণ্ডলে, আসিল সে প্রেমিক যুগলে।
পূর্ব্বমত স্বপ্নসম, দুই রূপ নিরুপম,
যথা হইতে দ্রুত গেল চলে ॥

৭

কাঁপিয়ে বিষম ভয়ে বলে হাঁ রে বিধি।
এমন সুখেতে কেন হেন কর বিধি ॥
পৃথিবীতে কোন স্থান সুখের কি নয়?
কানন বাসেও কি গো বিপদ নিশ্চয় ॥
দেবতা কুপিত বলি দুজনাতে ভীত।
কি হবে তৃতীয় রাত্রে দেখিতে চিন্তিত ॥
তৃতীয় নিশীথে গীত আর এক স্থানে।
পূর্ব্বমত তথা গিয়া ভয়ে মরে প্রাণে ॥

সেই মত পেলে ভয় চতুর্থ রজনী।
পঞ্চম রজনীযোগে কোথায় সে ধ্বনি ?

৮

তমিস্রা পঞ্চম নিশা, গগন মণ্ডলে।
ভীষণ আঁধার বসি, ঘন বনতলে॥
নীরব নিস্পন্দ তম, সঙ্গীতের আশে।
সময় হইল তবু, সে ধ্বনি না আসে॥
বিকট আননে ভয়, ঘুমায় কাননে।
দেখে স্তব্ধ স্পন্দহীন, যত তরুগণে—
পাপান্ধ-তিমিরময়, যেন কার মন,
নীরবে করাল কার্য্য, করিছে কল্পন॥
শুধু শুষ্ক পাতা খসি, মাঝে মাঝে পড়ে।
যথা পড়ে তথা পচে, নাহি আর নড়ে॥
পাইয়া অলক্ষ্য লক্ষ্য, কুসুমের বাস।
আমোদে আঁধার দেহ, না ছাড়ে নিশ্বাস॥
পত্র-চন্দ্রাতপ তলে,. ক্ষুদ্র খাল চলে।
নাহি দেখা যায় ভাল, নাহি শব্দ জলে॥
ঘুমায়ে পড়িয়ে জলে, পুষ্পবৃক্ষাবলী।
আঁধারে কলিকাগুচ্ছ, নিরখি কেবলি॥
নীরবে ঝরিয়া ফুল, স্তব্ধে ভেসে যায়।
পতিহীনা বিরহীর, প্রেম আশা প্রায়॥
শুষ্ক ফল খসি জলে, পড়ে একবার।
অমনি চমকে বুক, মন্মথ বামার॥
অন্ধকার মাঝে আলো, দুয়ের বদন।
বরষার শশী যেন, মেঘে আচ্ছাদন॥
ভীম স্তব্ধে ভয়ে ভীত, বসি তারা তথা।
উড়ু উড়ু করে প্রাণ, নাহি সরে কথা॥
তাকে আজি কেন, এত কাঁদিছে অন্তর।
বলিতে বলিতে নারে, হৃদি থরথর॥

সুখের কাননে আজি, কেন কাল ভাব।
ভীষণ স্বপন যেন, দেখিছে স্বভাব॥
আপনি নয়ন কেন, ঝরে অকারণ।
বুঝি আজি ছেড়ে যাবে, জীবন রতন॥
হৃদে ধরি পরস্পরে, মুখপানে চায়।
কেঁদে যেন কি বলিবে, বলিতে না পায়॥
ললিতা লুকাল মাথা, প্রাণনাথ কোলে।
কাঁদিয়ে মুছায় পতি, প্রিয়া আঁখিজলে॥

৯

এখনো এলো না কেন সঙ্গীতের ধ্বনি।
ভীষণ নীরব! হা রে! আছে কি ধরণী?
অকস্মাৎ কোথা হয় গভীর গর্জ্জন।
কাঁপিল গভীর বন কাঁপিল দুজন॥
অদ্ভুত নিনাদ উড়ে যায় বন দিয়ে।
অন্ধকার ভীমতর হইল আসিয়ে॥
ভীমতর নাদে যেন কাঁপে নভ হৃদি।
কাঁদিয়া উঠিল দোঁহে, "হা বিধি! হা বিধি!"

১০

গভীর জলদ নাদ, গড়ায় আকাশ ছাদ,
থেকে থেকে উচ্চতর স্বনে।
পবন করিছে জোর, যেন সাগরের সোর,
হুঙ্কারে গরজে প্রাণপণে॥
বারেক চঞ্চলাভায়, দেখি নীল মেঘ গায়,
কটা মাথা নাড়ে ক্ষিপ্তবন।
পাতা উড়ে ঢাকে ঘনে, পড়িতেছে ঘোর স্বনে,
বড় বড় মহীরুহগণ॥
ঘোরতর চীৎকার, লক্ষ লক্ষ অনিবার,
মানুষ চিবায় ভূতগণে।

সমুদ্র সমান সোয়ে, বরিষা আছাড়ে জোরে
রেগে রেগে গর্জ্জে বায়ু সনে ॥
উপরি উপরি ধ্বনি, আছাড়ে সহস্রাশনি,
খণ্ডে খণ্ডে ছেঁড়ে বা গগন।
বিদারিয়ে বিটপীরে, বজ্রাগ্নি পোড়ায় শিরে,
কাঁদে যত সিংহ ব্যাঘ্রগণ ॥

১১

ভীষণ নীরব! যেন মরেছে ধরণী।
হে ধাতঃ কাঁপালো স্তব্ধ আবার কি ধ্বনি ॥
বলিছে গম্ভীর স্বরে, "রে নরযুগল।
দেবের নিকুঞ্জে এসে পাও কর্ম্মফল।"
ফিরে বায় ঘর ঘর, গরজিল জলধর,
মাতিল মরুৎ ফিরে বার।
চেচায় অশনি ঘন, ভীমবলে তরুগণ,
মত্ত শির নাড়িছে আবার ॥

১২

থামিল ঝটিকারণ, হলো নিশাশেষ।
শ্বেতমেঘময়াকাশে, উদিল নিশেশ ॥
জলে করে জলময়, কানন নিকুঞ্জ।
তরু লতা তৃণ দ্রুম, পুষ্পলতা পুঞ্জ ॥
ফুলময় ছোট খাল বিমল চঞ্চল।
ছায়াকারী শাখা হতে ঝরে বিন্দুজল ॥
উজ্জ্বল পুলিনতলে ম্লান তারা মত।
মরিয়ে রয়েছে ঝড়ে ললিতা মন্মথ ॥
মানবের কি কপাল! সংসার কি ছার!
বহিতে জীবন ভার কে চাহিবে আর?
নাথভুজে মাথা দিয়ে পড়েছে মোহিনী।
মুখে মুখে কাঁদে যেন দুটি সরোজিনী ॥

ললিতার মুখশশী ভিজে বরিষায়।
সরোজ শিশির মাথা মাটিতে লোটায়॥
শীতল ললাটে জলে জ্বলে শশধর।
জলে ভিজে পড়ে আছে অলকানিকর॥
ফুটায় কবরী চারু, দীর্ঘ তৃণোপরে।
মন্মথ রয়েছে তবু নাহি তুলে ধরে॥
এখনো সুস্থির মুখ রূপের ছায়ায়।
প্রাণ গেল তবু রূপ নাহি ছাড়ে তায়॥
সেরূপ ঘুমায় যেন, সন্ধ্যা ধরাপরে:
ভয়ে প্রকৃতির যেন নিশ্বাস না সরে॥
স্থির শ্বেত ভাল সেই, নহে নিরমল।
দেখিলে শিহরি হয় শরীর বিকল॥
পড়ি তায় মরণের, ভয়ঙ্কর ছায়া।
চন্দ্রিকায় যেন কালো, কাদম্বিনী কায়া॥
যেন চন্দ্রকরে স্থির বারিধি বিস্তার।
পড়ে তায় শিখরীর ছায়া অন্ধকার॥
কোমল পল্লব নীল মুদেছে নয়ন।
এরি কি কটাক্ষে ছিল সুখের স্বপন?
এখনি কেঁদেছে কত কাঁদিবে না আর
সফরী সমান নাহি নাচিবে আবার॥
বুঝি তার প্রিয় তারা মন্মথ বদনে।
চাহিতে চাহিতে বুঝি মুদেছে মরণে॥
মানবের কি কপাল! এই সে হৃদয়।
কোথা তার প্রেম মোহ কোথা আশা ভয়!
বিবাস বিমল পড়ি শশীর কিরণে।
ভিতরে নিস্পন্দ যেন জগৎ এক্ষণে॥
এক বৃন্তে দুটি ফুল মুখে মুখ দিয়ে।
সে হৃদি কুসুমাসনে পড়েছে ছিঁড়িয়ে॥
তেমনি একাঙ্গে এরা থেকে চিরকাল।
মরিল অধরাধরে কি সুখ কপাল॥

যার লাগি ছিল বেঁচে পারিত বাঁচিতে।
তারি সনে মরে গেল তাহারি হৃদিতে ॥
সুখের কপাল! কত সংসার যাতনা।
বিকার বিয়োগ শোক সহিতে হলো না ॥
ছিঁড়িয়াছে ভীম ঝড়ে একই প্রহারে।
কাটে নি ক্রমশঃ কীট, প্রাণের সুসারে ॥
গভীর গোপনগামী দুখ-স্রোতোপরে।
পড়ে নাই ভেসে ভেসে ডুবিতে সাগরে ॥
যা হবার হইয়াছে এই মাত্র স্থির।
এই আছে অবশেষ, সে প্রেমশশীর ॥
ওইখানে দেহাম্বুজ মাটি হয়ে যাবে।
জানিবে কে? দেখিবে কে? কেঁদে কে ভিজাবে?

চন্দ্রিকার নীলাকাশ গায়, দুটি দেবদারু দেখা যায়।
ভীম বনে তলে তার, অতি স্তব্ধ অনিবার,
কাল যেন প্রহরী তাহায় ॥
সেই নদী সেই তরুবরে, দুখময় তর তর স্বরে,
বারেক না ক্ষান্ত আছে, নক্ষত্রমণ্ডলী কাছে,
অদ্যাপি বিলাপ কেন করে ॥
গম্ভীর সে ধ্বনি নিরবধি, যেন বা সন্ধ্যায় শরন্নদী।
শুনিলে শিহরি স্মরি, মেধার মারুতোপরি,
জানিনে যেতেছি কি জলধি ॥
শ্যামলা গুল্মিনী চির নব, ব্যাপিয়াছে সেই স্থান সব।
তারাফুল তারা ধরে, অনন্ত আমোদ করে,
সুধাপানে শিহরিছে নভ ॥
এ কাননে গভীর এমন, কে করে রে বাঁশরী বাদন।
অনিবার নিশাভাগে, যেন কার অনুরাগে,
গায় সাধে মনের যাতন ॥

মোহমন্ত্রে তায় স্থির বন, শোনে ধ্বনি-বিহীন স্পন্দন।
পত্রটি নাহিক সরে, যেতে যেতে শুনে স্বরে,
নাহি সরে নীরধরগণ॥
চন্দ্রিকার শূন্য কুঞ্জোপর, মোহন স্বপ্নজ শোভাধর।
কারা যেন শুনে তায়, উড়ে নীল নভ গায়,
মর্ম্মরিত প্রচুর অম্বর॥
তাহে কত সুধাবাস ঝরে, কুসুম বরিষে কুঞ্জোপরে।
ভাঙ্গে স্বপ্ন উষা আসি, অমনি নীরব বাঁশী,
গল্যে যায় সে রূপ নিকরে॥
ধূলি হয়ে এই কুঞ্জবনে মন্মথ-মোহিনী নাথ সনে।
প্রতি নিশি এই মত, হয় যথা নিদ্রাগত,
ললিতা মন্মথ দুই জনে॥

মানস

ফলানি মূলানি চ ভক্ষয়ন্ বনে
গিরীংশ্চ পশ্যন্ সরিতঃ সরাংসি চ।
বনং প্রবিশ্যেব বিচিত্রপাদপং
সুখী ভবিষ্যামি তবাস্তু নির্বৃতিঃ॥

বাল্মীকি।

There is pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore.

Childe Harold

হা ধরণি ধর কি রে হৃদয়মণ্ডলে,
ধর কি কোথাও মম, মনোমত স্থলে ?
কি আছে সংসারে আর বাঁধিবারে মোরে !
যে কালে কেটেছে কাল ভরসার ডোরে॥
মনে করি কাঁদিব না রব অহঙ্কারে।
আপনি নয়ন তবু ঝরে ধারে ধারে॥

গোপনে কাঁদিবে প্রাণ সকলি আঁধার।
জীবন একই স্রোতে চলিবে আমার॥
আঁধার নিকুঞ্জে যেন নীরবেতে নদী।
একাকী কুসুম তায় চলে নিরবধি॥
কারে নাহি বাসি ভাল, কেহ নাহি বাসে।
হৃদে চাপা প্রেমাগুন, হৃদয় বিনাশে॥
সংসার বিজন বন, অন্তরে আঁধার।
দেখিতে অপ্রেমী মুখ, না পারি রে আর॥
বিজন বিপিনময় দ্বীপে একা থাকি।
ভাবিয়া মনের দুঃখ ভ্রমিব একাকী॥
দেখিব দ্বীপের শোভা মোহিত নয়নে।
বিপিন বারিধি নীল বিশাল গগনে॥
চারি পাশে গরজিবে ভীষণ তরঙ্গে।
শ্বেত ফেনা শিরোমালা নাচাইব রঙ্গে॥
শিরে মত্ত সমীরণ, শব্দে মিশে তার।
থেকে থেকে রেগে রেগে ছাড়িব হুঙ্কার॥
নিরখিব নীরধারে, ভীষণ ভূধর।
ফুলায়ে বিশাল বক্ষ জলধি উপর॥
তুলিয়া ললাট ভীম প্রবেশে গগনে।
গরজে গভীর স্বরে নব মেঘগণে॥
পদে তার আছাড়িবে প্রমত্ত তরঙ্গ,
বুকে তার প্রহারিবে পাগল পবন।
মহীধর মানিবে না অধমের রঙ্গ,
ললাটের রাগে করি ভয় প্রদর্শন॥
কর্কশ সানুতে তার বিহরি বিজনে।
আ মরি এসব কবে হেরিব নয়নে॥
মোহে মন মজাইবে প্রকৃতি মোহিনী।
জীবন যাইবে যেন স্বপনে যামিনী॥
আলো মাখা কালো বাস উষা পরে যবে।
শুনিব সে তরতর জলনিধিরবে॥

দেখিব বিশাল বক্ষ মিলিছে আকাশে।
শ্বেত শশিছায়া নীলে ধীরে ধীরে ভাসে॥
শিহরিবে হৃদি মোর, সে স্নিগ্ধ সমীরে।
পাশে কুঞ্জ লতা ফুল নাচাবে সুধীরে॥
নিরখিব শশী শ্বেত গগনমণ্ডলে।
কত মেঘ বায়ুভরে শ্বেতাকাশে চলে।
গিরিপরে সুখ-তারা নেচে নিবে যায়।
যেন শেষ মন আশা নিরাশা নিবায়॥
নাচাইবে কর তার জলের ভিতর।
তাহারি পানেতে চেয়ে রব নিরন্তর॥
শুনিব সুরব মৃদু সমীরণ করে।
সুধার শিশির মাখা নিকুঞ্জ নিকরে॥
পুলকে দেখিব আমি লোহিত আকাশে।
পয়োধির পাশ থেকে তপন প্রকাশে॥
তরল তরঙ্গ মেঘ অনল সাগরে।
রবি নিজে নভরাজ দেখাইবে করে।
চঞ্চল সুনীল জলে তরুণ তপন,
চিকিমিকি চিকিমিক নাচাইবে কর।
তরুলতা তৃণ মাঝে করিবে তখন,
ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি নীহারনিকর।
দ্বিপ্রহরে ঘননীল বিমল অম্বরে,
রাগিয়া রহিলে রবি অনলসাগরে,
শ্বেত মেঘ অগ্নি মেখে ফিরিয়া বেড়ায়,
রব তবে অন্ধকার নিকুঞ্জ মাঝায়॥
দীর্ঘ ভীম তরুগণ আচ্ছাদে আধার,
করিবেক চারুলতা স্নিগ্ধ চারি ধার॥
নীরব নিশ্চল দ্বীপে রহিবে সকল।
স্পন্দহীন পত্র আর কুসুমের দল॥
শুনিব গরজে ঘোর তরঙ্গনিকরে।
অথবা বিদরে বন এক পিকস্বরে॥

তরুলতা মাঝে দিয়া বিমল গগন।
কিম্বা জলে রবিকর হবে দরশন ॥
কালো জলে ঢাকা দিলে প্রদোষ আঁধার—
অনিবার তরতর বিশাল বিস্তার—
সেই দুঃখস্বরে হৃদি, শিহরি চঞ্চল,
কাঁদিবে ; না জানি কেন আঁখিময় জল !
মনে হয় যেন কোন সুখের সঙ্গীত।
নাচাইয়ে হৃদি ডোরে জাগে আচম্বিত ॥
আপনি ভাসিবে আঁখি দর দর ধারে।
অনন্ত স্মরিব চেয়ে পয়োধির পারে ॥
নবীনা রূপসী একা কাঁপে এক তারা,
যেন নব প্রণয়িনী প্রণয়সাগরে ॥
ছেড়ে গেছে কর্ণধার একা পথহারা,
কত আশা কত ভয়ে কাঁপিছে অন্তরে ॥
যখন সন্ধ্যায় শ্বেত অর্দ্ধ শশধরে
ধীরে ধীরে ভেসে যাবে নীলের সাগরে
আকাশ বারিধি সনে করি পরশন
চারি পাশে ধরিবেক বিঘোর বসন
বারেক ভাবিব সেই রমণীরতন
রেখেছিল বেঁধে যার প্রেমমোহে মন ॥
যবে ভাসি অর্দ্ধ শশী তারাময়াকাশে
স্বপ্নভূমি সম ধরা অস্পষ্ট প্রকাশে
ঝর্ঝর বাতাস বয় ক্ষীণালোকে যবে
ধাইবে সমুদ্র স্থির অনিবার রবে
অনিবার সর সর উর্দ্ধে তরুগণ
দেখিব মিশিবে শূন্যে রমণীরতন ॥
আঁখি আর নীলাকাশ মাঝে তার ছায়া।
আলোময় বেশে সেই ফুলময় কায়া ॥
নিবিড় কুন্তল দাম খেলিছে পবনে।
মৃদু স্থির মোহময় প্রণয় বদনে ॥

দেখিতে দেখিতে মোহে হারাব চেতন।
চেয়ে রব ; জানিব না মিলাল কখন ॥
পূর্ণ শশী মোহমন্ত্রে চন্দ্রিকায় যবে
গিরি বারি বনাকাশ নিদ্রিত নীরবে ॥
মনঃসুখে মনোদুখে মোহিত হৃদয়ে।
তার মাঝে বেড়াইব চারু তাঁর লয়ে ॥
ভাসিবে নিবিড় নীলে একা শশধর।
দেখিব জ্বলিছে স্থির নক্ষত্রনিকর ॥
পাশে নীল জল স্থির রব অনিবার।
যেমন স্বপনে কথা যৌবনে আশার ॥
একবার পবশিবে মলয়সমীরে।
যেমন সে পরশিত ভাগীরথীতীরে ॥
ধূমেতে আকাশে মিশে তরুদলতীরে।
পরস্পর গায় পড়ে ঢলে ধীরে ধীরে ॥
প্রেমমোহ ভরে যেন, আবেশের রঙ্গে।
প্রণয়ী ঢুলিয়া পড়ে প্রণয়ীব অঙ্গে ॥
ভীম স্থির মাঝে কোন রব শুনিব না।
তবে যদি নিরুপমা স্বর্গীয় ললনা
শূন্যভরে শশিকরে স্বপ্নসম মিশে,
বাজায় মুরলী মৃদু মনোমোহ ভরে,
প্রকাশিয়ে যত জ্বালা প্রণয়ের বিষে,
গভীর কোমল ধীর যাতনার স্বরে ॥
মনোসাধে মজে তায় ভাবিবেক মন,
স্বপনে নিরাশা সঙ্গে আশার মিলন ॥
মরি রে মোহিত মনে শুনিব সে স্বরে,
মোহভরে মুখ পানে চেয়ে রব তার।
হা বিধাতঃ বল বল বারেক বল রে ;
হবে কি এমন দিন কপালে আমার ॥
অথবা দেখিব স্তব্ধ লতিকার কুঞ্জে।
জ্বলে যথা শশিকর স্থির পাতাপুঞ্জে ॥

নবীন কুসুম হাসি ছাড়িছে সুবাস।
যেন তৃণ লতা মাঝে নক্ষত্র প্রকাশ॥
দেবের ললনা দলে নাচে মাঝে তার।
চন্দ্রের কিরণে যেন চম্পকের হার॥
শত বীণা স্বর্গসুরে অপ্সরে বাজায়।
শত গান এক সুরে শূন্যেতে মিশায়॥
ঝরে ফুল জ্বলে মণি দেহের বর্ত্তনে।
কতই তরঙ্গ বয় আলোক বসনে॥
তারা গেলে হবে কুঞ্জে বিজন আঁধার।
একাকী কাঁদিব দেখে ঝরা ফুলহার॥
নিমিষে ঘুচিবে স্বপ্ন বিজনমণ্ডলে।
সেই ফুল সেই লতা ধীরে ধীরে দোলে॥
কাননে সাগরে যবে অমাবস্যা বসি—
কালো মেঘে ঢাকা শির ভীষণ রাক্ষসী—
গিরিগুহা মাঝে গর্জ্জে ক্রোধ ঝটিকার।
শুনে তাহে মিশাইব, অংশ হব তার॥
ভীমরণে প্রাণপণে পাগল পবন।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাগে করে গরজন॥
গরজিবে রেগে রেগে অসংখ্য তরঙ্গ।
তমোমাঝে শ্বেত ফেনা আছাড়িবে অঙ্গ॥
শুনিব গভীর ধীর জলধরধ্বনি।
ফাটাবে গগন হৃদি চেচায়ে অশনি॥
উপরি উপরি রেগে ছিড়িবে শিখর।
পর্ব্বতে পর্ব্বতে যেন হতেছে সমর॥
ভয়ঙ্কর ভূতগণ, নেচে নেচে ঝড়ে,
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিবেক ঝড়নাদ সঙ্গে।
বিকট বদন ভঙ্গী গিরি পরি চড়ো,
ভীম শ্বেত দন্তাবলী দেখাইবে রঙ্গে॥
পরেতে গভীর স্থির জগৎসংসার।
কাঁদিয়া ঘুমালো যেন নবীন কুমার॥

যেন তাঁর করুণার প্রতিমা প্রকাশ ।
পূজিব গভীর মোহে, বিগত বিলাস ॥
সুঁপিয়া জীবন মন, যৌবন রতন ।
এমন সুধীর মনে হইবে পতন ॥
ভাবিব ঝটিকা মত ছিল মম মন ।
এ গভীর স্থির মত হয়েছে এখন ॥
কারো অনুরাগী নই বিনা সনাতন ।
জপিয়া পবিত্র নাম হইব পতন ॥
অনন্ত মহিমা স্মরি ছাড়িব এ দেহ ।
জানিবে না শুনিবে না কাঁদিবে না কেহ ॥
অনিবার জলরব কাঁদিবে কেবল ।
আছে কি পৃথিবি হেন বিমোহন স্থল !

পাঠভেদ

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁহার কাব্য ও কবিতার এবং কাব্যাত্মক কয়েকটি গদ্য-নিবন্ধের এই সংগ্রহ মাত্র দুই বার মুদ্রিত হয়; প্রথম—'কবিতাপুস্তক' নামে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে; তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' (১৮৫৬ খ্রীঃ) এই সংগ্রহে সংশোধিত ও পুনর্লিখিত হইয়া মুদ্রিত হয়; দ্বিতীয়—'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক' নামে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে; সমগ্র 'কবিতাপুস্তক' ছাড়া ইহাতে 'প্রচার' হইতে দুইটি এবং 'বঙ্গদর্শন' হইতে একটি রচনা সন্নিবিষ্ট হয়।

'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস'-এর পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪১।

'কবিতাপুস্তক'-এর পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১২।

'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক'-এর পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৪৪।

'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তকে'র সহিত 'কবিতাপুস্তকে'র পার্থক্য যৎসামান্য—নিম্নলিখিত পাঠভেদগুলি উল্লেখযোগ্য।—

পৃ. ৬৭, পংক্তি ৬-৭, 'এ আগুন হৃদয়ে করে?' কথাগুলির স্থলে 'এ আগুন হৃদয়ে ধারণ করে?' ছিল।

পৃ. ৬৮, প, ১৭, 'পৃথিবীবাসিগণ' কথাটির পরিবর্তে 'পৃথিবীবাসিনীগণ' ছিল।

পৃ. ৯১, সংস্কৃত শ্লোকটি প্রথম সংস্করণে বাংলা হরফে, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে দেবনাগরী হরফে ছিল।

পৃ. ৯৪, প, ১০, 'অনন্ত' কথাটির স্থলে 'স্বদেশ' ছিল।

'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' পরিবর্তিত ও পরিবর্জিত হইয়া 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তকে' কিঞ্চিৎ ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সেই পার্থক্য নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

পৃ. ৭৫, ১৬ পংক্তির পরিবর্তে ছিল—পবন চলিছে তায়, সর্‌সর্ স্বরে॥

১৯-২২ „ „ „ —ভীম তরুশাখা সব, জলে পরিণত।

গভীর নিস্পন্দ কায় যেন নিদ্রাগত॥

রেখে স্থির নীরে শির ক্ষুদ্র তরুগণ।

কলিকাস্তবকময় নিদ্রায় মগন॥

পৃ. ৭৫, ২৬ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল—কোন কীট গতায়াতে নাড়া দেয় বনে ॥
২৮ " " "—কোন ভীম পশু ছাড়ে, নিশ্বাস গভীর ॥
পৃ. ৭৬, ৪ " " "—ভীম স্তব্ধে বনাকাশ, উঠে শিহরিয়ে ॥
৬ " " "—যেন কোন সুখময়ী মলো প্রেমভরে ॥
১০ " " "—কিছুই না জেনে তবু, সলিল নয়নে ॥
১০ " পর "—কখন গম্ভীরতর পূর্ণতান ধরে।
সুগভীর মোহে মন গুমুরিয়ে মরে ॥
১৩ ১৪ পংক্তি দুইটি ১১-১২ পংক্তির পূর্ব্বে ছিল।

পৃ ৭৬, ২৯ পংক্তির পর ছিল— যেন যে মধুর ডোরে বাঁধা তায় মন।
স্বর্গ সুখ তরে তার না চাই ছেদন ॥
যে রূপ যৌবন মোহে কবিরা ধেয়ায়।
বারেক স্বপনে আসি হাসে আর যায় ॥
কি গভীর নিরমল প্রেমের প্রতিমা।
ইচ্ছা করে পায়ে ধরি পূজি সে মহিমা ॥

পৃ. ৭৭, ৪ পংক্তির পর ছিল— কত মোহে গলে হৃদি প্রকাশ না হয়।
গোপনে উন্মাদ প্রাণ হৃদি বিদরয় ॥
১-১১ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল—গলিল সে নীল আঁখি মজে মন তার।
কিছুই যেন বা আর না ধরে সংসার ॥
প্রাণ মন জ্ঞান ধন জীবন যৌবন।
সকলি করেছে যেন তায় সমর্পণ ॥
এমন আশায় তার হৃদয় না চায়।
সে স্তব্ধে হৃদয়াঘাত যেন শোনা যায় ॥
কোথা হতে আসে সেই সুমধুর গান।
তাহে কেন আশাভরে মোহে তার প্রাণ ॥

পৃ. ৭৭, ১৩ পংক্তি হইতে পৃ. ৭৮,
১৬ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল—ললিতা সে রাজাঙ্গনা, জনক তাহার।
প্রেম দোষে পাঠাইল কানন মাঝার ॥
মরি তার সর্ব্ব সার কমলা সে কলি।
কোন প্রাণে পদতলে ফেলিল তা দলি ॥
কি কায রাজ্যেতে তার তারে দিয়ে জ্বালা।
যৌবনের দোষ সে যে কি করিবে বালা ॥
যৌবন যামিনী মাঝে শশধর তার।
প্রাণ মন ধন জ্ঞান যাহে ললিতার ॥

সে মন্মথে প্রাণ মন সোঁপিল গোপন।
বলে বুঝি এই মত কাটাবে জীবন॥
একাকিনী তারে যবে দিয়ে এলো বনে।
তখন বুঝি বা কত ভয়ে মলো মনে॥
আ মরি সে কাননে কি স্বর্গপুরে যায়।
ভুলিল ভুলিল এক গভীর চিন্তায়॥
হারাতে কি আছে আর কি ভয় কাননে।
সংসার সকলি বন বিনে এক জনে॥
চাঁদমুখ দেখা যদি পেত একবার।
তাই ভেবে যেত সুখে চিরদিন তার॥
জীবনে যে দিগে চায় শুধু শূন্যময়।
গতসুখ কালসাপ কাটিছে হৃদয়॥
একাকিনী রাজাঙ্গনা নিবিড় নিশায়।
গেছে সুখ গেছে মান প্রাণ বুঝি যায়॥
এ সব ত্যজিতে পারে যার মুখ দেখে।
হে বিধি এখন তারে কোথা দিলি রেখে॥
যেন নভ রবি শশী তারা মেঘহীন।
আশা ভয় সুখ বিনা যাবে তার দিন॥
মোহিনী কুসুম কলি হৃদয়ে পালিল।
কণ্টক কাননে কেন ছিঁড়িয়া ফেলিল॥
মলয়ে যে শিহরিত ঝটিকা কি সবে।
একাকিনী ধরি মাটি মাটি হয়ে যাবে॥
এমন চিন্তায় ধনী এলো নদীস্থান।
পুলকে আপনি হৃদি কাঁপে শুনে গান॥
নদী দিয়ে আসিতেছে একা এক তরি।
তাহে নব যুবা এক গাহিছে বাসরী॥
একবার বলে বটে আমারি মন্মথ।
তখন নিভায় বুঝে মিছে মনোরথ॥
বিধি কেন লিখিবে তা আমার কপালে।
কিন্তু আর কেবা আসে এখানে একালে॥
পুলকে নিস্পন্দ বামা নাহি সরে কথা।
ইচ্ছা করে দেহ রেখে উড়ে যায় তথা॥

তীরে আসিয়াছে তরি অতি দ্রুত হয়ে।
দেখিতে দেখিতে দুয়ে দুয়ের হৃদয়ে ॥

(৪)

দুজনে দুজনে পেয়ে, দুজনার মুখ চেয়ে,
অনিমিক্ ঝরিছে নয়ন।
হৃদয়ে ভাঙ্গিছে হৃদি, কেন কেন আরে বিধি,
সে সময় হলো না মরণ ॥
কপালে কি হয় কবে, আর কি কখন হবে,
এমন অচেত সুখক্ষণ।
হেন সুখ জপি মনে, দুখের গভীর বনে,
একা ভয় না হয় কখন ॥
"ললিতে ললিতে কিরে, পুনঃ কি পেয়েছি ফিরে,"
কহিল মন্মথ বহুক্ষণে।
আর না বচন সরে, নীরবেতে আঁখি ঝরে,
চেয়ে রয় মন্মথ বদনে ॥
লেখা তথা প্রেমাক্ষরে, যে মন্ত্রে মোহিত করে,
বহিবারে এ ছার জীবনে।
"হা বিধি" এ শব্দ করে, রহিল তাহার ধরে,
মনঃকথা সুনীল নয়নে ॥
আ মরি বিধির বিধি, না রয় এ সুখনিধি,
মানবের ললাটে লিখন।
ঘুচে গেল মোহ ঘোর, বলে প্রাণনাথ মোর,
ছেড়ে যাবে আর কি কখন ॥
"না লো না" মন্মথ কয়, "য দিন জীবন রয়,
হৃদয়ে রাখিব তোমা ধনে।"
বামা বলে বল পতি, কেন একা বনে গতি,
আমি হেথা জানিলে কেমনে ॥

৫

মন্মথ।

"আজি দিবা দ্বিপ্রহরে, নাহি জানি নিদ্রাভরে,
কি কাল ঘটেছে আচম্বিতে।
না জানি কিসের লাগি, জলের কল্লোলে জাগি,
দেখি আমি একা এ তরিতে ॥

জুয়ারে পুরেছে নদী, তর২ নিরবধি।
নাচে তাহে শশীর কিরণ।
রবে হলো ভয় প্রাণে, বিস্ময় হলেম স্থানে,
দেখি এই বন্ধুর লিখন॥
'রাজা জানে বিবরণ, ললিতারে দেছে বন,
তব প্রাণ বধিবে আপনি।
তোমাকে নিদ্রিত লয়ে, এনেছি এখানে বয়ে,
তরি লয়ে পলাও এখনি॥
তব প্রিয় বন্ধু ক * *'

৬

"পড়িলাম কাল লিপি মস্তক ঘুরিল।
যেন ধরা অন্ধকারে ঘুরিতে লাগিল॥
জানিতে পারিনে পরে কি হলো আমার।
ছিল কি জীবন মম ছিল কি সংসার॥
প্রলয় পবনে যদি ব্রহ্মাণ্ড ফাটিত।
আমার গভীর মোহ ভাঙ্গিতে নারিত॥
ভাবি নাই, কাঁদি নাই, কথা নাই আর।
ছাড়ি নাই দীর্ঘ শ্বাস, ছাড়িনে হুঙ্কার॥
দেখি নাই, শুনি নাই, হলেম পাথর।
জানি নাই নভ নদী ছিল শোভাকর॥
চেয়ে দেখি ধরা পানে প্রান্তর প্রাকার।
জীবহীন, তরুহীন, কর্কশ, আধার॥
চাহিতাম ধরণীর তখনি দহন।
যদি না ধরিত তায় এক প্রিয়জন॥
সে মোহ ভাঙ্গিল পড়ি নিশ্বাস গভীর।
যেন তাহে খণ্ডে২ ফাটিল শরীর॥
আপনি আলোকে তরি ধীরে২ যায়।
আর কোথা রবে, যাক্, যথায় তথায়॥
ভাবি লয়ে যাক্ কোন অগম্য সাগর।
নীরব নিশীথ যথা বসি নিরন্তর॥
ললিতা কাননে? বালা, একা এ যামিনী।
আমারে সঁপিয়া প্রাণ কাননে কামিনী॥

আমারি লাগিয়া বনে গেছে প্রেমাধার।
হা ধরণি খণ্ডে খণ্ডে হও রে বিদার॥

পৃ. ৭৮, ১৭ পংক্তির '৪' সংখ্যাটি '৭' ছিল।
১৮-২৫ পংক্তিগুলি ছিল না।

পৃ. ৭৯, ৫ পংক্তির পরিবর্তে ছিল—ভয়েতে গগন পানে, চাহিলে মোহিল প্রাণে,
৮ ,, ,, ,, —শুধু এ হৃদয় কেন, ঝটিকায় মেতেছে॥
১৩ ,, '৫' সংখ্যাটি '৮' ছিল।
২৮ ,, পরিবর্তে ছিল—হয়ে চমকিত, রতি এই ভীত,

পৃ. ৮০, ৪ ,, ,, ,, —কভু আর ছাড়ানবে॥
৫ পংক্তির '৬' সংখ্যাটি '৯' ছিল।
২৬ পংক্তির পর ছিল—পিতার সাম্রাজ্য, নাহি তাহে কার্য্য,
লউক্ না সে যে কেহ।
খেয়ে বনফল, খেয়ে নদীজল,
পালন করিব দেহ॥

পৃ. ৮১, ৬ পংক্তির পর ছিল—চল আসি গিয়ে, ভ্রমিয়ে দেখিয়ে,
কেমন এ মহাবন।
শ্রান্ত আছ শ্রমে, কোন ঋষ্যাশ্রমে,
করি গিয়ে নিকেতন॥
১২ পংক্তির পরিবর্তে ছিল— অন্ত মণি নিভায় নিভায়॥
১৩ ,, ,, ,, —যেন লক্ষ বিদ্যাধরে, সদা তারা গান করে,
২৪ ,, পর ,, —যেন বা বারিধি পরে, সঙ্গীহীন দৃষ্টি করে,
প্রভাতের প্রিয় তারা করে।
মোহকর মনোদুখে, শুধু ভেবে সেই মুখে,
মন মজে সুখের বিকারে॥
যদি কোন মতে তায়, আঁখির মিলন পায়,
যেন তায় দুখী বনে বসি।
দেখে তমস্বিনী ভাগে, ভীম ঝটিকার রাগে,
ঘন মাঝে ক্ষণ দৃশ্য শশী॥

পৃ. ৮২, ৪ পংক্তির পর ছিল— দেখ দেখি প্রণয়ের কত চতুরালি।
চলিল আঁধার বনে রাজার দুলালি॥

পৃ. ৮৩, ৭ পংক্তির পরিবর্তে ছিল— হৃদয়ে গাঁথিল আমরি মরি।

পৃ. ৮৪, ৪ ,, ,, ,, — যেন কোন স্বপ্নে দেখা মত শোভাময়॥
১০ ,, ,, ,, — দেব কি মানব রক্ষ জানা যাবে তবে॥
১৭ ,, ,, ,, — এমন বিমল প্রেম গভীর এমন॥

পৃ. ৮৫, ১০ পংক্তির পরিবর্তে ছিল —প্রেয়সীরে কহিছে মন্মথ, ধনি লো ধ্বনি কি মনোমথ।
১৫ ,, পর ,, —এ ধ্বনিতে বুঝি অনুভবে, বুঝি কোন দেবতারা হবে !
আমাদের নরনিলা, এ স্থানেতে নিরখিলা,
অপবিত্র হলো হেথা তবে ॥
এমন ভাবিয়ে স্থানান্তরে, গিয়ে বুঝি তাই ধনি করে
বুঝি বা হয়েছে দোষ, দেবতা করেছে রোষ,
চল তথা তুষিবার তরে ॥

পৃ. ৮৫, ২৬ পংক্তির পর ছিল— পৃথিবীতে সুখ কিরে নাহিক কপালে।
হে ঈশ্বর ক্রোড়ে করি লও এই কালে ॥

পৃ. ৮৬, ১৪ পংক্তির পরিবর্তে ছিল— পেয়ে লক্ষ অদর্শন, কুসুমের বাস।
১৬-১৭ ,, ,, ,, — পত্র আচ্ছাদন তলে, ক্ষুদ্র খাল বয়।
আঁধার ঈষৎ দেখি, রবহীন রয় ॥
২১ ,, ,, ,, — কলঙ্কিনী বিরহিনী নাথ আশা প্রায় ॥
২৬ পংক্তির পরিবর্তে ছিল— ভীম স্তব্ধ ভয়ে শুদ্ধ বসি তারা তথা।

পৃ. ৮৭, ৮ ,, পর ,, — ধরিয়াছে প্রাণ তারা পরস্পর তরে।
মের না মের না বিধি মের না অন্তরে ॥
১৮ পংক্তির '১০' সংখ্যাটি ছিল না।
২১ পংক্তির পরিবর্তে ছিল— সমুদ্র কল্লোল সোরে, পবন পাগল জোরে,
২৬ ,, ,, ,, — ভীম২ মহীরুহগণ ॥
২৭ ,, ,, ,, —ঘোর ভীম চীৎকার, লক্ষ২ অনিবার,

পৃ. ৮৮, ৬ ,, ,, ,, — কাঁদে ঘোর সিংহ ব্যাঘ্রগণ ॥
৭ পংক্তির '১১' সংখ্যাটি ছিল না।
১৬ পংক্তির '১২' সংখ্যাটির স্থলে '১০' ছিল।
১৭-১৮ পংক্তির পরিবর্তে ছিল—থামিল ঝটিকারণ, দেখি নিশাশেষ।
শ্বেত মেঘময়াকাশ, ক্ষীণাঙ্গী নিশেশ ॥
২৬ ,, পর ,,— যতন কুসুম কলি যদি যত আশ।
বারেক পবনাঘাতে হয় হেন নাশ ॥
এই কি ললিতা ছিল এই কি মন্মথ।
রে প্রেম দেখ রে এসে কি রত্ন বিগত ॥

পৃ. ৮৯, ৭-৮ ,,— এখনো গম্ভীর স্থির বসি রূপ মুখে।
ছাড়িবার মমতার, মোহময় দুখে ॥

পৃ. ৮৯, ১০ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল —নিজস্তব্ধে ভয় পেয়ে, নিশ্বাস না সরে ॥
১২ " " " —দেখিলে শিহরি হয় শরীর শীতল ॥
২০ " " " —সফরী সম না নীল নাচিবে আবার ॥
পৃ. ৯০, ১৫ " " " — অদ্যাবধি প্রহরী তাহায় ।
পৃ. ৯১, ১২ " " " — প্রেম হৃদি রতন দুজনে ॥
২৫ " " " —যে কালে কেটেছে কাল প্রণয়ের ডোরে ॥
২৫ " পর " —এক মাত্র সুখ মম ছিল যে সংসারে,
আঁধার জীবনাকাশে একাকিনী তারা ।
একবার জ্বলিয়ে সে মিশেছে আঁধারে,
সংসার জন্মেরি মত হইয়াছে সারা ॥
যেতে যদি চিহ্ন মাত্র রাখিয়ে আমায় ।
ভিজাতেম আঁখি জলে, বুকে করি তায় ॥
অনিবার দহে হৃদি একই যাতনা ।
সে যেন জীবন মাঝে, একই ঘটনা ॥
হৃদয় কুসুম যারা ভাবিত আমায় ।
কে জানে কেন রে আর, ফিরিয়া না চায় ॥
তবু যে বাসিত ভাল মুছাতো নয়ন ।
তাহারো হয়েছি বিষ কপাল যেমন ॥

পৃ. ৯২, ২ পংক্তিটি ১ পংক্তির পূর্ব্বে ছিল ।
৮ পংক্তির পর ছিল —রব না তাদের মাঝে, সে নাই যেখানে ।
ধর কি ধরণি মম মনোমত স্থানে ॥
১০ ,, পরিবর্ত্তে ,, —ভাবিয়া হৃদির জ্বালা ভ্রমিব একাকী ॥
১৪ ,, ,, ,, —শ্বেত ফেণা শিরোমালা নাচাইয়া রঙ্গে ॥
১৬ ,, ,, ,, —থেকে২ রেগে২ ছাড়িবে হুঙ্কার ॥
পৃ. ৯২, পং ২৯-৩০,
এবং পৃ. ৯৩, পং ১এর ,, ,, —আলো মাখা কালো বাস পড়িলে উষায় ।
অনিবার তরতর জলনিধি ধায় ॥
মিশায় বিশাল বক্ষ অন্তরে আকাশে ।
পৃ. ৯৩, ১৬ পংক্তির " " —নিজে রবি নভরাজ দেখাইছে করে ॥
পৃ. ৯৪, ৭ " " " —যেন সুখ কালে শোনা সুখের সঙ্গীত ।
১০ " " " —স্বদেশ স্মরিব চেয়ে পয়োধির পারে ॥

পৃ. ৯৪, ২০ পংক্তির পর ছিল —অন্ধকারে স্থির স্রোতে অন্ধকার বনে।
যেন বালা জ্বালা দীপ একা ভেসে যায়।
এক আলো ছিল প্রিয়ে আঁধার জীবনে।
কেন রে সমীর কাল নিভালে রে তায়॥
এমনি বিপিন মাঝে এমনি সময়ে।
ভাবিব সঁপেছি কত হৃদয়ে হৃদয়ে।
এমনি করেছে কেঁদে তরং বারি।
নয়ন মুদিল যবে রতন আমারি॥

২৬ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল—দেখিব মিশিবে শূন্যে প্রাণেরি রতন॥

পৃ. ৯৪, পং ২৯-৩০, এবং পৃ. ৯৫,
১ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল —সেই সে কুন্তল মাঝে খেলিছে পবনে।
সেই স্থির মোহময় প্রণয় বদনে॥
গভীর দর্শন মোহে ভুলিব দর্শন।

পৃ. ৯৫, ৪ পংক্তির পর ছিল —চন্দ্রিকার ভীম স্থির নীল জলধির।
চক্‌মক্ নাচে তায় কিরণ শশীর॥

১০ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল —যেমন স্বপনে কথা প্রণয়ী বামার॥

২৯ „ „ „ —অথবা দেখিব শুষ্ক লতিকার কুঞ্জে।

পৃ. ৯৬, ৬-৮ „ „ „ —শত গান গন্ধ সনে শূন্যেতে মিশায়॥
ঝরে ফুল জলে মণি ফেরে যত ভাবে।
রতন বসন রয় কখন কি ভাবে॥

১১ „ „ „ —নিমিষে ঘুচিল স্বপ্ন মোহিনী মণ্ডলে।

১৫ „ „ „ —গিরি গুহা হতে শিরে ক্রোধ ঝটিকার।

২১ „ „ „ —গভীর গম্ভীর ধীর জলধর ধ্বনি।

২৪ „ „ „ —সবে যেন কন স্রষ্টা, "প্রলয় রে নর॥"

২৮ „ পর „ —বারেক চমকে দেখি চপলা কারণ।
কড়মড় করি করে মানুষ চর্ব্বণ॥
মর্ত্ত হয়ে শুনিব সে ভীষণ সঙ্গীতে।
সে যাদ গিয়াছে আর ভয় কি এ চিতে॥

পৃ. ৯৭, ৬ „ পর „ —মনের মানস এই রই হেন স্থলে।
ধোয়াইব শশিমুখী নয়নের জলে॥

৯ „ পরিবর্ত্তে „ —প্রিয়া মৃত্যু মুখ স্মরি ছাড়িবে এ দেহ।

———

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গদ্যপদ্য বা কবিতা পুস্তক।